শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা।



গ্রন্থকার ও প্রকাশক ঃ—

শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,

জেল রোড্, শিলং।





প্রাপ্তিস্থান ঃ—গ্রন্থকার, জেল রোড্, শিলং।

আশ্বিন ১৩৩৮ বাঙ্গালা।

মূল্য ৸১০ সাড়ে বার আনা মাত্র।

শিলং, নেপালী প্রেসে শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রী কৃষ্ণ গীতিকার

গীতাঞ্জলি

পিতৃদেবতা ৺রাজনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের

উদ্দেশ্যে

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে

উৎসর্গ

করিলাম।

শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী।

লেখকের নিবেদন।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় নিম্নলিখিত দুই পংক্তি স্তোত্র হঠাৎ আমার মনে উদিত হয়।

নমঃ নারায়ণ কৃষ্ণ জনার্দ্দন জগতপাবন বিশ্বগুরু।
ত্রিতাপবারণ ত্রিলোকপালন ত্রিবঙ্কগঠন ব্রহ্মদারু॥

স্তোত্রগুলি মনোমধ্যে বারবার আনাগোনা করিতে লাগিল। আমার বেশ মনে আছে যে সেই দিন শুক্রবার ছিল। এইদিন সন্ধ্যার সময়ে দাঁতে বিষম বেদনা হয়। যাহাদের দাঁতবেদনা আছে তাহাদিগকে বলিয়া বুঝাইতে হইবে না যে ইহা কিরূপ অসহ্য। ভাবিলাম যে রাত্রি ত জাগিয়া কাটাইতে হইবে এমতাবস্থায় নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া না থাকিয়া ভগবানের নাম করা উচিত। কতক্ষণ পরে মনে হইল যে স্তোত্রের প্রত্যেক শব্দের পূর্ব্বে একবর্ণ থাকিলেই শুনিতে সুন্দর শুনা যাইবে ইহা মনে করিয়া স্তোত্র রচনা করিতে ইচ্ছা করিলাম। রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় ষড়বিংশ পংক্তি হইল। তখন মনে করিলাম যে দ্বাত্রিংশ পংক্তিতে ভগবানের স্তোত্র শেষ করা উচিত। পরদিন কেবল চারি পংক্তি হইল। তার পরদিন আরও দুই পংক্তি লিখিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলাম। তখন

"ভগবান আর পারিলাম না" বলিয়া নিরাশ অন্তঃকরণে তাঁহার উপরে ভার দিয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ প্রায় পাঁচ মিনিট পরে শেষ দুই পংক্তি আসিল তাহা এই—

নরকবারণ নরকসূদন নিখিলপালন নরহরি।
চঞ্চলচরণ চঞ্চলাভূষণ চঞ্চলাজীবন চক্রধারী॥

আমি পরে পংক্তিগুলি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া সাজাইয়াছি।

আমি পরে অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে দ্বাবিংশ অক্ষর পূর্ণ স্তোত্র আমার মনোমধ্যে হঠাৎ উদিত হইবার কারণ সম্ভবতঃ আমার খুল্লপিতামহ ৺গুরুনারায়ণ চৌধুরী* মহাশয়ের কৃত "ব্রজবধূকাব্য"। এই গ্রন্থখানা আমি কয়েক মাস পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম ও তাহাতে এই প্রকার দ্বাবিংশ অক্ষর পূর্ণ স্তোত্র ছিল। সেই গ্রন্থখানা পুনরায় মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে। আর্থিক অসচ্ছলতাই অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে নতুবা এতদিনে গ্রন্থখানা মুদ্রিত হইত।

উপরোক্ত স্তোত্র মনোমধ্যে উদিত হইবার ৭।৮ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমি "বর্দ্ধমান রাজবাড়ীর" ও ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

---

* এই গ্রন্থের শেষ ভাগে ৺গুরুনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী সন্নিবেশিত হইল।

প্রণীত মহাভারত পড়িয়া "অর্জ্জুন চরিত্র" নামে একখানা বহি লিখিয়াছিলাম কিন্তু বহিখানা সম্পূর্ণ হইলে দেখি যে আমি "কৃষ্ণ চরিত্র" লিখিয়া ফেলিয়াছি। তৎপর "নরনারায়ণ" নাম দিয়া আর একখানা বহি লিখি। লিখা শেষ হইলে দেখি যে আমি "পাণ্ডব চরিত্র, কৌরব চরিত্র, কৃষ্ণ চরিত্র" সমস্তই লিখিয়া ফেলিয়াছি। তখন ইহা বাদ দিয়া "ভারত চন্দ্রমা" নাম দিয়া মহাভারতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। বহিখানার কতকাংশ লিখা হইলে পরে হঠাৎ উপরোক্ত স্তোত্র আমার মনোমধ্যে উদিত হয়। তখন "ভারত চন্দ্রমা" লিখা বন্ধ করিয়া পূর্ণব্রহ্ম, মায়ামনুষ্য শ্রীনন্দনন্দন সম্বন্ধে স্তোত্র লিখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল যখন যাহা মনে হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছি। রচনার উপরে আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব ছিল না। স্তোত্রগুলি আপনা আপনি আসিয়াছে আমি কোনও দিন কবি ছিলাম না, কবিতা লিখার কোন ক্ষমতাও আমার নাই ও এই শেষ বয়সে কোথা হইতে এই "শ্রীকৃষ্ণ গীতিকার" পদ্যগুলি আসিয়াছে তাহা যিনি দিয়াছেন তিনিই জানেন।

কোনও সুযোগ্য ও সুবিখ্যাত লিখকের প্রশংসাপত্রের অন্তরালে আমার অক্ষমতা গোপন করিয়া রাখিবার ইচ্ছা আমার একদা নাই এজন্য নিজের কৈফিয়ৎ নিজেই দিলাম।

পাঠকপাঠিকাগণ বহিখানা পড়িয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ বোধ

করিলেই শ্রমসার্থক মনে করিব। নানাকারণবশতঃ বহিখানাতে অনেক ভুল প্রমাদ রহিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা দয়াপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

ভগবানের দয়ায় সত্বরই "ভারত চন্দ্রমা" মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে, ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ণ করিলেই হয়। উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে হবিগঞ্জের এলাকাধীন জয়পুর নিবাসী শ্রীযুত প্রমোদ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও পং ভানুগাছ, সাং সরিসকান্দি নিবাসী শ্রীযুত তারেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা" লিখার সময়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

নিবেদক—

জেল রোড্, শিলং।
আশ্বিন, ১৩৩৮ বাং।

শ্রীহরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,
পোঃ পুটীজুরী, গ্রাম সন্তোষপুর,
জিলা শ্রীহট্ট।
হাং সাং জেল রোড্, শিলং (আসাম)।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	
১৪	৮	যাবে	যারে
১৪	১১	নারী	রাণী
২০	৭	হ্রে	হয়ে
২১	১৯	তারে	তরে
২২	৭	বারি	বারী
২৬	১০	মহীতে	সঙ্গীতে
২৯	৪	করি	করে
৩০	১১	গুন	গুণ
৩৭	৯	রাধাকুণ্ড	রাধাকুণ্ডে
৬৩	১৮	ধর্ম্ম	ধর্ম্মে
৭৩	১৩	হরিতেছ	হেরিতেছ
৮০	৫	অঘুত	অচ্যুত
৯০	৬	যথা	যেথা
১০৩	৩	সাদি	সাদী
১১১	৩	সত্তঃ	সত্ব



নেপালী প্রেস, শিলং ।

শ্রীকৃষ্ণ গীতিকা।



স্তোত্র।

(১)

নমোনারায়ণ নিত্যনিরঞ্জন নিকুঞ্জশোভন নটবর।
চপল-ঈক্ষণ চন্দ্রমাবদন চঞ্চলনয়ন চিত্তহর॥
অনঙ্গমোহন অলকাশোভন অম্বুজনয়ন অনুপম।
ত্রিবঙ্কগঠন ত্রিতাপবারণ ত্রিপদধারণ ত্রিবিক্রম॥
নবীনমদন নয়নরঞ্জন নূপুরশোভন নীলতনু।
নাগরনবীন নবনীহরণ নীরদবরণ নন্দসূনু॥
গোকুলজীবন গোকুলভূষণ গোকুলতারণ গিরিধারী।
দানব-নাশন দেবেন্দ্র-শাসন দাম্ভিকদলন দর্পহারী॥

(২)

পঙ্কজনয়ন পাতকীতারণ পরমকারণ পীতবাস ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন শ্রীনন্দনন্দন শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাস ॥
গোষ্পদধারণ গোকুলরক্ষণ গোপাললালন গোপেশ্বর ।
যশোদা-নন্দন যমুনাশোভন যোগেশমোহন যজ্ঞেশ্বর ॥
বৃন্দাবনধন ব্রজেন্দ্রনন্দন বিপিনরঞ্জন বিশ্বম্ভর ।
পঙ্কজচরণ পতিতপাবন পুতনানাশন পীতাম্বর ॥
গোপালপালন গোপালনন্দন গোপিকারমণ গোপীপতি ।
বিরিঞ্চিদমন বরুণশাসন বিপদবারণ বিশ্বগতি ॥

(৩)

বঙ্কিমনয়ন বিনোদচরণ বিনোদভূষণ বংশীধারী ।
জগতলোচন জীবনজীবন জনমবারণ জয়হরি ॥
কমললোচন কলঙ্কভঞ্জন কালীয়দমন কংস-অরি ।
ভূভারহারণ ভুবনপালন ভূধরধারণ ভয়হারী ॥
লজ্জানিবারণ লোকেশপূজন লীলানিকেতন লীলাময় ।
রমণীমোহন রাধিকাজীবন রুক্মিণীরমণ রসময় ॥

মদনমোহন মহেশমোক্ষণ মুরনিসূদন মধু-অরি।
প্রহ্লাদতারণ পাবকদমন পাষণ্ডদলন পাপহারী॥

(৪)

নরকবারণ নরকসূদন নিখিলপালন নরহরি।
চঞ্চলচরণ চঞ্চলাভূষণ চঞ্চলাজীবন চক্রধারী॥
দেবকীনন্দন দ্বারকাশোভন দৈত্যনিসূদন দীনবন্ধু।
কৌস্তুভধারণ কৈটভনাশন কিরীটিরক্ষণ কৃপাসিন্ধু॥
পক্ষীন্দ্রবাহন পাঞ্চালীমোক্ষণ পাণ্ডবতারণ পরমেশ।
অবনীপালন অনাথশরণ অখিলপাবন অখিলেশ॥
যাদবনন্দন যোগেশবন্দন যোগেন্দ্রজীবন যদুপতি।
শশাঙ্কবদন শারঙ্গধারণ শমনশাসন শেষগতি॥

শেষের সে দিনে শ্রীরাধা রমণ শেষ নিবেদন শৌরি।
শোভিও সাক্ষাতে শিখি পাখামাথে শ্রীমতীর সাথে শ্রীহরি॥



শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ।



হৈল সুরাসুরে রণ   পরাজিত দৈত্যগণ
সবে মিলি করিল মন্ত্রণা।
স্বর্গপুরে ঠাই নাই   বল কোথা যাব ভাই
কোথা গেলে পাবনা যন্ত্রণা ॥
নরলোকে নরগণ   করে সুখে বিচরণ
ইন্দ্র কাঁপে তাদের প্রতাপে।
চল ভাই নরলোকে   রব তথা মনসুখে
দেবগণে কাঁপাইব দাপে ॥
নরলোকে যত নর   যজ্ঞ করে নিরন্তর
দেবগণে নিমন্ত্রণ করে।
যজ্ঞ ভাগ দেবে পায়   বল বৃদ্ধি হয় তায়
অবহেলে দানবে সংহারে ॥
ক্ষত্ররাজগণ-ক্ষেত্রে   জন্মিয়া ভারতক্ষেত্রে
চল সবে করিগে রাজত্ব।
দানযজ্ঞ নষ্ট করি   দুর্ব্বল করিব অরি
ঘুচাইব দেবের দেবত্ব ॥

এই যুক্তি বিচারিয়া দৈত্যগণ হৃষ্ট হৈয়া
ধরা ধামে জন্মিতে লাগিল ।
জরাসন্ধ জন্ম নিল কালনেমী কংস হৈল
দৈত্যগণে পৃথিবী ছাইল ॥
ধর্ম্ম পথে সদা বক্র জন্ম নিল দন্তবক্র
দিতিস্বুত হৈল শিশুপাল ।
শিবি দৈত্য দ্রুম হৈল ক্রোধহন্তা দণ্ড হৈল
বহু দৈত্য হইল ভূপাল ॥
অঘাসুর জন্ম নিল বকাসুর যোগ দিল
বাহ্লল হইল ভগদত্ত ।
কুবলয় জন্ম নিল কংসের বাহন হৈল
দৈত্যগণ হৈল মদমত্ত ॥
সদা করে অত্যাচার ধরা নাহি সহে ভার
ধরা দেবী কাতরা হইল ।
ব্রহ্মার নিকট যায় বলে বিধি রাখ পায়
পাপ ভারে ধরা যায় তল ॥
শুনিয়া ধরার বাণী হৃদে চিন্তি পদ্ম-যোনি
চলিলেন নারায়ণ স্থানে ।
প্রণাম করিয়ে পদে বলে বিধি মনখেদে
নিবারণ কর দৈত্য গণে ।

দানব প্রবল হৈল ধর্ম্ম কর্ম্ম লুপ্ত কৈল
দান যজ্ঞ নষ্ট হৈল ভবে।
রক্ষ প্রভু শ্রীনিবাস কর দৈত্যগণে নাশ
তোমা বিনা কে বল তারিবে ॥
শুনিয়ে বিধির বাণী হেসে কন চক্রপাণি
জন্ম নিতে বল দেবগণে।
যাঁর যাঁর অংশ মতে জন্ম নিতে ধরণীতে
বিনাশিতে মূঢ় দৈত্যগণে ॥
আনকদুন্দুভি ঘরে জন্ম নিব মধুপুরে
পিতৃগৃহ পরিহার করি।
গোকুলে করিব বাস অঘা বকা করি নাশ
পুনঃ যাব মথুরা নগরী ॥
বিনাশিয়ে কংসাসুরে আর যত অনুচরে
ধরা ভার করিব হরণ।
দন্তবক্র শিশুপালে বিনাশ করিব হেলে
ধর্ম্মরাজ্য করিব স্থাপন।
শুনি নারায়ণকথা দূরে গেল মনোব্যথা
বিধি হ'ল প্রফুল্ল বদন।
নারায়ণে প্রণমিয়ে দেবগণে আজ্ঞা দিয়ে
যান বিধি আপন ভবন ॥

আজ্ঞা পেয়ে দেবগণ হয়ে আনন্দিত মন
অংশ মতে জন্মিতে লাগিল ।
জন্মে সবে হর্ষভরে দানববিনাশ তরে
দেবগণে পৃথিবী ভরিল ॥
ধর্ম্ম অংশে যুধিষ্ঠির বায়ু অংশে ভীম বীর
ইন্দ্র অংশে বীর ধনঞ্জয় ।
শিব অংশে দ্রোণসুত বসু অংশে দেবব্রত
শ্রুতায়ুধ বরুণ তনয় ॥
বৃহস্পতি অংশে দ্রোণ সূর্য্য অংশে বসুসেন
অগ্নি-অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয় ।
সাত্যকী পবন অংশে শেষনাগ যদুবংশে
ইন্দ্র অংশে হিড়িম্বাতনয় ॥
বিরাট মরুত অংশে কামদেব বৃষ্ণি বংশে
রুদ্র অংশে কৃপাচার্য্য হয় ।
শচী অংশে যাজ্ঞসেনী লক্ষ্মী ভীষ্মকনন্দিনী
বায়ু অংশে কৃতবর্ম্মা হয় ॥
কুন্তী মাদ্রী সিদ্ধি ধৃতি ধর্ম্ম বিদুর সুমতি
বায়ু অংশে দ্রুপদ রাজন ।
অশ্বিনীকুমার অংশে সহদেব পাণ্ডু বংশে
চন্দ্রপুত্র সুভদ্রানন্দন ॥

বসুদেব মতিমান সদা ধর্ম্মগত প্রাণ
হৃদি মধ্যে নিত্য ভগবান।
দেবকী দেবককন্যা যার জন্মে ধরা ধন্যা
বসুদেবে করে মাল্যদান॥
বিবাহ হইল পরে উভে চড়ে রথোপরে
সারথী হইল কংসাসুর।
আচম্বিতে শূন্য বাণী করে ঘোরতর ধ্বনি
ভয়েভীত হ'ল মহাসুর॥
শুন কংস মূঢ়মতি ভগ্নীস্নেহ দেখি অতি
শত্রু মিত্র নাহি তোর জ্ঞান।
দেবকী অষ্টম গর্ভে যেই জন জন্ম নিবে
সেই তোর বধিবে পরাণ॥
শুনি কংস রুষ্ট হৈয়া করে তীক্ষ্ণ অসি নিয়া
নাশিতে ইচ্ছিল দেবকীরে।
বসুদেব মহামতি করযোড়ে করে স্তুতি
বধ নাহি কর ভগিনীরে॥
তুমি রাজা জ্ঞানবান নিলে ভগিনীর প্রাণ
অকীর্ত্তি ঘোষিবে ত্রিজগতে।
দেবকী সন্তানগণে দিব আনি তব স্থানে
বিনাশ করিহ ইচ্ছামতে॥

শুনি বসুদেব কথা দূর হল মনোব্যথা
হল কংস আনন্দিত মন ।
স্থির জানে কংস তুষ্ট বসুদেব ধর্ম্মনিষ্ঠ
তাঁর বাক্য করিবে পালন ॥
তার কতদিন পরে দেবকী দেবীর ঘরে
জন্মে এক সুন্দর নন্দন ।
বসুদেব নিয়ে তারে অর্পিলেন কংস করে
কংস তারে না কৈল নিধন ॥
ইহার বিনাশ বৃথা শুধু হবে মনোব্যথা
ইহা ভাবি ফিরাইয়া দিল ।
আর পাঁচ সুত হৈল বসুদেব কংসে দিল
কংস কারে প্রাণে না বধিল ॥
দেবকী সপ্তম গর্ভে জন্ম নিল বলদেবে
যোগমায়া ডাকিয়া শ্রীহরি ।
বলে দেবী যাহ ত্বরা যথা বসুদেবদারা
গোপকুল যথা গোপনারী ॥
যথা আছে মহাবন যথা শ্রীনন্দ ভবন
মর্ত্ত্যে যেন নন্দন কানন ।
যথা যমুনা পুলিনে চরে ধেনু বৎস সনে
যথা শোভে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

যথা তরু গুল্ম লতা প্রেম ভরে পুলকিতা
জীবগণ আনন্দে বিহরে।
যথা গোপ বৃদ্ধগণ প্রেমানন্দে নিমগন
কেহ কারে দ্বেষ নাহি করে॥
প্রকৃতি সৌন্দর্য্য অতি শান্ত বহে স্রোতস্বতী
বারি যেন অমৃতের ধারা।
পশু পক্ষী মৃগগণ করে সুখে বিচরণ
চারিদিকে শোভে গোপ পাড়া॥
বসুদেব ভ্রাতা নন্দ দোঁহে স্নেহপাশে বন্ধ
এক প্রাণ ভিন্ন শুধু দেহে।
বসুদেব কারাগারে রোহিণী নন্দের ঘরে
যাহ ত্বরা বিলম্ব না সহে॥
মায়াবলে আকর্ষিয়া দেবকীর সুতে নিয়া
রাখ ত্বরা রোহিণী গর্ভেতে।
পূজিবে সবে তোমারে যত আছে চরাচরে
কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে॥
আজ্ঞা পেয়ে পুলকিতা ধায় দেবী ত্বরান্বিতা
রাখে গর্ভে রোহিণী উদরে।
দেবকীর গর্ভ পাত হয় গেল অকস্মাৎ
ভীত সবে হইল অন্তরে॥

বসুদেব হৈল ভীত নেত্র বারি অবিরত
ক্ষণে ক্ষণে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।
রক্ষা কর ভগবান ভাবে বুঝি যাবে প্রাণ
অপমৃত্যু কংস-কারাগারে ॥
হবে শুনে মোর সুত দুষ্ট উগ্রসেন সুত
বান্ধিয়া রেখেছে কারাগারে ।
দেবক রাজার সুতা হয়ে যেন আছে মৃতা
হেরে দশা পরাণ বিদরে ॥
রক্ষা কর শ্রীনিবাস তুমি দীনহীন আশ
পড়িয়াছি বিপদ সাগরে ।
শ্রীমধুসূদন হরি ভক্ত দুঃখ সৈতে নারি
দেখা দিল হৃদয় কন্দরে ॥
আনকদুন্দুভিমন হ'ল পুলকে মগন
হৃদে রাজে সদা নারায়ণ ।
সদা বহে শান্তি স্রোত যেন পূত গঙ্গাস্রোত
জ্ঞান অগ্নি জ্বলে অনুক্ষণ ॥
দেবকী সৌন্দর্য্য বাড়ে চন্দ্রে নভে তুচ্ছ করে
নারায়ণ গর্ভেতে প্রবেশে ।
অনুক্ষণ দেখে আঁখে সদা দাঁড়ায় সম্মুখে
পীতাম্বর মনোহর বেশে ॥

বলে মাগো শুন কথা দূর কর মনোব্যথা
দুঃখ কষ্ট হবে নিবারণ ।
জন্মিয়া তোমার ঘরে বিনাশিব কংসাসুরে
ধরা ভার করিব হরণ ॥
কৃষ্ণ পক্ষ ভাদ্র মাস মুখে মৃদু মৃদু হাস
গগণে উদিত শশধর ।
হেরে সুখী হল মনে জন্ম নিল শুভক্ষণে
নিজ বংশে দেব গদাধর ॥
হেরে অকলঙ্ক চন্দ্র লাজে ম্লান হৈল চন্দ্র
ধরাপরে না ঢালে কিরণ ।
পুলকে গর্জ্জয়ে ঘন হেরে শ্যাম নবঘন
মহানন্দে গর্জ্জে সমীরণ ॥
ঘন ঘন বজ্রপাত ঝড় বৃষ্টি খর বাত
চপলা চঞ্চলা হয়ে ফিরে ।
হর্ষে ভানুসুতা ধনী হয়ে গেল উন্মাদিনী
তীর বেগে ছুটে রাজপুরে ॥
প্রকৃতি উন্মত্তা হল সব শক্তি প্রকাশিল
কার সাধ্য যাইতে বাহিরে ।
এহেন যামিনী কালে হরি বসুদেবে বলে
চল শীঘ্র নন্দের মন্দিরে ॥

যশোদার কাছে মোরে রেখে এস ত্বরা করে
নিয়ে এস তনয়া তাহার ।
প্রহরীরা অচেতন এই অতি শুভক্ষণ
চল ত্বরা কি ভয় তোমার ॥
কৃষ্ণ চন্দ্রে কোলে নিতে দ্বার খুলে আচম্বিতে
বসুদেব হয়ে গেল ভ্রান্ত ।
বৃষ্টি নিবারণ তরে ফনা-ছত্র ধরে শিরে
পাছু পাছু চলিল অনন্ত ॥
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কৈল কংসে নাহি পুত্র দিল
বসুদেব হারাইল জ্ঞান ।
যমুনা সলিল হেরি কোল হৈতে পড়ি হরি
নদী জলে করে নিল স্নান ॥
বসুদেব ধরে তুলে পুনঃ কৃষ্ণে নিল কোলে
অনায়াসে যমুনা তরিল ।
দূর হল অন্তরায় বসুদেব ত্বরা ধায়
যশোদা মন্দিরে প্রবেশিল ॥
রেখে তথা নীলমণি কোলে নিল কাত্যায়নী
ত্বরা গতি আবাসে ফিরিল ।
কারাদ্বার বন্ধ হৈতে কান্দে কন্যা আচম্বিতে
প্রহরীরা সকলি জাগিল ॥

ধেয়ে গিয়ে কংসে বলে　　কংস ক্রোধ ভরে চলে
প্রবেশিল বেগে　কারাগারে ।
ধরিয়া কন্যারে বলে　　আছাড় মারিল বলে
শুনে কন্যা উঠে　রোষভরে ॥
শুন শুন মূঢ় কংস　　তোরে যে করিবে ধ্বংস
নিরাপদে আছে　অন্য স্থানে ।
বধিলে নির্দ্দোষ শিশু　　কি ফল লভিবে পশু
যাবে ফিরে আপন ভবনে ॥
কংসাসুর ভীত হৈয়া　　দেবকীরে প্রবোধিয়া
চলে গেল　নিজ　নিকেতন ।
নারী যশোদার কোলে　　বাড়িল নন্দ গোকুলে
দিনে দিনে দেবকী নন্দন ॥



গোষ্ঠ



গোকুল ভূষণ গোকুল সঙ্গে
পীত বসন শ্যামল অঙ্গে।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর মুরলী করে,
ময়ূরমুকুট শোভিছে শিরে॥
অলকাশোভন লম্বিত মালা
চরণে চন্দ্রমা করিছে খেলা।
নূপুরশোভন চরণ ধরে
কম্পিতা ধরণী পুলক ভরে॥
নয়ন রঞ্জন নীরদ তনু
হেরিয়ে নাচিছে আনন্দে ধেনু।
মুরলীনিঃস্বন পবনে বহে
ভূলোকে হ্যলোকে সবারে মোহে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আসিল ধেয়ে
অসুর দানব পলাল ভয়ে।
চতুর—আনন চাতুরী ছেড়ে,
প্রণতি জানায়ে চৌদিকে ফিরে॥

সহস্র নয়ন নয়নে বারি
মার্জ্জনা চাহিছে চরণ ধরি।
শঙ্কর বিভোর কেশবে হেরে
লম্ফন ঝম্ফন নর্ত্তন করে॥
বসন ভূষণ খসিয়া পড়ে
ফণীন্দ্র পলাল মস্তক ছেড়ে।
ভুবনমোহিনী শঙ্কর বামে
হেরিছে আনন্দে সুন্দর শ্যামে।
চম্পকবরণী চম্পক আভা
দামিনী জিনিয়া দশনপ্রভা।
শ্রীমুখসরোজে মধুর হাসি
শ্রীকরে শোভিছে ধারাল অসি॥
রঙ্গের ছটায় ভুবন মোহে
শ্রীনন্দ নন্দনে আনন্দে কহে।
গোধন চরাবে হরিষ মনে
শঙ্কর সহিত ফিরিব বনে॥

——*·

শ্রীরাসমণ্ডল ।

মদনমোহন গোকুল-শশী
করে শোভিছে মোহন বাঁশী ।
মুখ মণ্ডলে মধুর জ্যোতিঃ
ময়ূরমুকুট শিরসি ভাতি ॥
কপালে তিলক সুন্দর আঁকা
পঙ্কজ নয়ন ভঙ্গিমা বাঁকা ।
নীরদ বরণ বিনোদ বেশ
অলকা শোভন কুঞ্চিত কেশ ॥
শ্যামল সুন্দর লম্বিত মালা
শ্রীপদ বিপদ-সাগর-ভেলা ।
হরি বামেতে শ্রীমতী রাজে
বিদ্যুত খেলিছে জলদ মাঝে ॥
শ্রীরাধা শ্রীপদ চন্দ্রমা জিনি
চম্পক বরণী কিশোরী ধনী ।
কিশোর কিশোরী মধুর সাজে
গোলক মাধুরী ভূলোকে রাজে ॥
চৌদিকে বেড়িয়া গোপিকা রহে
ভুবন মোহন সবারে মোহে।

শ্রীরাস মণ্ডলে শ্রীনন্দ সুনু
হেরিয়ে নাচিছে নন্দিনী ভানু ॥
মলয় মারুত বহিছে ধীরে
দেবতা গন্ধর্ব্ব পুলকে হেরে ।
সঘনে গগনে-দুন্দুভি বাজে
শ্রীরাস হেরিতে শ্রীকণ্ঠ সাজে ॥
লম্ফন ঝম্ফন নর্ত্তন করি
শ্রীরাসে পশিল হেরিতে হরি ।
খসিয়া পড়িল বসন হায়
শঙ্কর বিভোর পাগল প্রায় ॥
ময়ূর ময়ূরী আনন্দে হেরে
পুলকে কম্পিত নয়ন ঝরে ।
শ্রীশুক সারিকা মোহিত ভাবে
শ্রীরাস মণ্ডল হেরিব কবে ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণ ।

নিকুঞ্জ কাননে শ্যাম রাধা সনে
দুহু ভাবে দুহু মোহে ।
চৌদিকে বেড়িয়া মণ্ডলী করিয়া
সখীগণ হেরে দোঁহে ॥
রত্ন সিংহাসনে আনন্দিত মনে
শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ শোভে ।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর রূপ মনোহর
তুচ্ছ করে চন্দ্র নভে ॥
শিরে শিখি পাখা রাধা নাম লিখা
রাধা পদ ইচ্ছা করে ।
দক্ষিণ ত্যজিয়া অবনত হৈয়া
বামেতে হেলিয়া পড়ে ॥
নব জলধর শ্যাম কলেবর
বিদ্যুত বরণী রাধা ।
অনুপম শোভা মুনি মনোলোভা
দোঁহে প্রেম ডোরে বাঁধা ॥

বিশাখা ললিতা শ্যামা কুন্দলতা
আনন্দে মগন তনু ।
হেরে ঘনশ্যামে রাধারাণী বামে
শ্রীকর শোভিত বেণু ॥
শ্রীমতী ত্বরিতে শ্রীকর হইতে
বাঁশরি কাড়িয়া নেয় ।
হেরি সব সখি হয়ে অতি সুখী
উলুধ্বনি সবে দেয় ॥
পাখীগণ শাখে হেরে অনিমিখে
মোহন যুগল রূপ ।
নাহিক তুলনা জগতে মিলেনা
রাধা শ্যাম অনুরূপ ॥
শুক বলে সারী আমার মুরারি
নারীগণ মন হরে ।
সারী বলে শুক কি কর কৌতুক
রাধা পদ শিরে ধরে ॥
শুক বলে মোর নবীন কিশোর
গোবর্দ্ধন গিরি ধরে ।
সারী বলে প্যারী অক্ষম নেহারি
সঞ্চারিল শক্তি তারে ॥

শুক বলে বংশী ধরে কাল শশী
বেণু রবে ধেনু ধায় ।
সারী বলে হরি করিয়ে চাতুরী
রাধা গুণ গেয়ে যায় ॥
শুক বলে সারী বৃথা দ্বন্দ্ব ছাড়ি
চল দোঁহে হেরি শ্যামে ।
সারী বলে শুক হল বড় সুখ
হেরিবে রাধারে বামে ॥
তরুলতা যত প্রেম ভরে নত
প্রেমেতে গলিয়া যায় ।
শুনিয়ে বাঁশরী আপনা পাশরি
যমুনা উজান ধায় ॥
জীব জন্তু যত হয়ে পুলকিত
শ্রীরাধা মাধবে হেরে ।
ব্রহ্মা আদি দেব সহিতে বাসব
ইচ্ছে জন্মে ব্রজপুরে ॥
যত কৃষ্ণে হেরে তত ইচ্ছা বাড়ে
নয়ন হেরিতে চায় ।
দ্বিনয়ন তারে নিন্দে বিধাতারে
অযুত নয়ন চায় ॥

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপের অসীমা
মদনমোহন তনু ।
চন্দ্রপ্রভা জিনি চরণ দুখানি
শোভে সুতা বৃষভানু ॥
হরেন্দ্র দুর্ম্মতি ত্যজেনা দুর্ম্মতি
দুরাশা ছাড়িতে নারে ।
কৃষ্ণ কাল বারি তার ভাব হেরি
দয়া নাহি করে তারে ॥

পুলিনে ।

—*—

বাজিল বাজিল বেণু চল চল মনধেনু
চল ত্বরা কৃষ্ণে হেরিবারে ।
বংশীরবে নীলতনু নিল প্রাণ নিল তনু
চক্ষু কর্ণ আকর্ষণ করে ॥

ব্রজেন্দ্র নন্দন কানু সঙ্গে সুতা বৃষভানু
যমুনা পুলিনে শোভা করে।
হেরে দোঁহে সুতাভানু আনন্দে মগন তনু
দুকূলে বহিছে খরধারে॥
নিকটে চরিছে ধেনু ক্ষণে ক্ষণে হেরে কানু
মুখে তৃণ হেরে দামোদরে।
তৃণ খেতে বড় সাধ কৃষ্ণ রূপ সাধে বাদ
তৃণ ছাড়ি হেরিতে না পারে॥
তৃণ চায় কৃষ্ণ চায় দুই দিকে মন ধায়
দুই দিকে ঘুরাঘুরি করে।
সেই মত মন ধেনু চাহে ভোগ চাহে কানু
মধ্যে পড়ি আপনা পাশরে॥
শুনরে সুবোধ ভাই দুই পাবে এক ঠাই
অনাসক্ত ভজ যদি তাঁরে।
কহে সব মুনিগণ ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন
ভাব বুঝি উদ্ধারিবে তোরে

রাখাল রাজ ।

সুন্দর মূরতি পুরতঃ ভাতি
বিমল তিলক ভালে ।
শিখি পুচ্ছ শিরে বংশীরব করে
যমুনা পুলকে দোলে ॥
ধেনু বৎস সব করি হাম্বা রব
ছাড়িয়া মুখের গ্রাস ।
হেরে নন্দলালে রাখাল ভূপালে
ছাড়িয়া তৃণের আশ ॥
বনমালা গলে শিখি পাখা হেলে
মধুর মধুর হাসি ।
হরে প্রাণ মন করি আকর্ষণ
শ্রীনন্দ কুলের শশী ॥
বদন সুন্দর নীল কলেবর
দশন দামিনী জিনি ।
চন্দন চর্চ্চিত আজানু লম্বিত
দ্বিভুজ মুরলী পাণি ॥

নয়ন যুগল ফুল্ল শতদল
উজ্জ্বল নয়ন তারা ।
ললাট প্রসর অতুল অধর
বচনে অমৃত ধারা ॥
শ্রীবৎস লাঞ্ছন শ্রীপীত বসন
ত্রিবঙ্ক গঠন কায়া ।
ত্রিভঙ্গে ত্রিপাপ হরে সর্ব্ব পাপ
নাশয়ে সংসার মায়া ॥
চরণে চরণ করে সংস্থাপন
জীবের মঙ্গল তরে ।
ভাগ্যবান জন হেরে শ্রীচরণ
অবহেলে ভব তরে ॥
চরণে নুপুর বাজিছে সুন্দর
পাতকী মঙ্গল গেয়ে ।
হরেন্দ্র দুর্ম্মতি শুন পাপীগতি
পাতকী সবার চেয়ে ॥

যুগল রূপ ।

ভানু সুতা কুলে ভানু সুতা হেলে
দাঁড়ায়ে শ্যামের পাশে ।
ভানুজা সলিল হইয়ে ব্যাকুল
চরণ চুম্বিতে আসে ॥
স্থলে নীল তনু জলে নীল তনু
হেরিয়ে যমুনা ধনী ।
ভাঙ্গি কুল বেলা করে পদে খেলা
তুলিয়ে মধুর ধ্বনি ॥
চরণে নূপুর বাজিছে সুন্দর
যমুনা মহীতে মিশে ।
প্রেমে উন্মাদিনী রাই বিনোদিনী
ধরিল শ্যামেরে হেসে ॥
শ্রীনন্দ নন্দন নীরদ বরণ
বিদ্যুত বরণী বামে ।
দোঁহা রূপ হেরে জলধরে ছেড়ে
দামিনী আসিল নেমে ॥

জলদ পশ্চাতে আসিল ত্বরিতে
দামিনী ধরিতে বলে।
ভয় পেয়ে ধনী লুকাল অমনি
শ্রীরাধা চরণ তলে॥
হারায়ে দামিনী জীবন সঙ্গিনী
জলদ দুঃখেতে ভাসে।
সঙ্গিনী লভিতে বাঞ্ছা করি চিতে
শ্রীহরি চরণে মিশে॥
নীল বর্ণ বারি নীলিমা লহরী
উপরে নীরদ শ্যাম।
স্থিরা সৌদামিনী বামে বিনোদিনী
দুহই হরেন্দ্রে বাম॥
অস্তাচল ভানু হেরি দোঁহা তনু
আনন্দে মগন হয়ে।
অমিয় কিরণ করে বরিষণ
[illegible] :ক চেয়ে॥
অস্ত নাহি যায় একি হল দায়
সন্ধ্যা না আসিতে পারে।
যামিনী ভূষণ করে উচাটন
পড়িল বিপদ ঘোরে॥

বিধির নিয়ম হল ব্যতিক্রম
সবিতা রজনী ঢাকে ।
অদূরে বলাই কোথারে কানাই
বলিয়া সঘনে ডাকে ॥
স্বর শুনি হরি রাধা পরিহরি
ধাইল বলাই পানে ।
রাজার নন্দিনী হারা হয়ে মণি
চলিল ভবন পানে ॥
সদা যে বলাই হরে যে কানাই
রাধা যে পলায় দূরে ।
হলে মোর অন্ত ওহে রাধাকান্ত
দিওনা কৃতান্তে মোরে ॥

কৃষ্ণকালী।

ভারত মণ্ডলে বিখ্যাত ভূতলে
বহে এক পূণ্য তোয়া।
সদা শান্ত বারি অমৃত লহরী
পানে হরি করি দয়া॥
অতি পূত বারি নাশে পাপ ভারি
জগত মঙ্গল গায়।
বসি তার তীরে সুমধুর স্বরে
হরি গাথা পাখী গায়॥
অদূরে কানন হেরে মুগ্ধ মন
নন্দন কানন জিনি।
শ্রীনন্দ নন্দন আনন্দিত মন
চৌদিকে বেষ্টিত ধনী॥
হের রূপ রাশি ঢালে সুধারাশি
রূপেতে মদন হারে।
বদন মণ্ডল নীল শতদল
মুরলী শোভিছে করে॥

চঞ্চল নয়ন হরে প্রাণ মন
যেই তার পানে চায়।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর রূপ মনোহর
শ্যামল বরণ কায় ॥
বনমালা গলে নখে চন্দ্র খেলে
নুপুর বাজিছে পায়।
চৌদিকে গোপিনী প্রেমে উন্মাদিনী
ঘেরিয়ে রেখেছে তায় ॥
রম্য নিকেতনে নিকুঞ্জ কাননে
সজ্জিত মধুর সাজে।
বৃষভানু সুতা রূপ গুন যুতা
শ্রীনন্দ নন্দনে পূজে ॥
জটিলা কুটিলা হইয়ে উতলা
ধেয়ে ব'লে আয়ানেরে।
তব পত্নী রাধা নাহি মানে বাধা
পূজিছে নন্দ কুমারে ॥
শুনি চমকিত ধায় অতি দ্রুত
আয়ান লগুড় হাতে।
মারিব রাধারে কে রাখে সংসারে
চল ত্বরা মোর সাথে ॥

উন্মত্ত আয়ান ক্রোধে কম্পমান
পবন বেগেতে আসে।
হেরিয়ে শ্রীমতী হরষিতা অতি
আনন্দ সলিলে ভাসে ॥
হাসে রাধারাণী আয়ান এখনি
হেরিবে শিবানী হেথা ।
কুটিলা সভয়ে যাবে পলাইয়ে
পাইবে বিষম ব্যথা ॥
নন্দ কুল শশী মুখে মৃদু হাসি
বলিছে মধুর স্বরে।
শুন বিনোদিনী রাজার নন্দিনী
বিল্বদলে পূজ মোরে ॥
কালী কৃষ্ণ ভিন্ন ভাবি মতিচ্ছন্ন
হয়েছে জটিলা-সুতা ;
হর বিমোহিনী কৃষ্ণ নীলমণি
এক সূত্রে দোঁহে গাথা ॥
ভিন্ন ভাবি দোঁহে পড়িয়াছে মোহে
হৃদয় সতত দহে।
একেরে বন্দিলে অন্যেরে নিন্দিলে
কেহ নাহি তাহা সহে ॥

জবা বিল্বদলে   পূজ কুতূহলে
আয়ান আগত প্রায় ।
হেরে কৃষ্ণ কালী   দূর হবে কালী
পড়িবে আমার পায় ॥
তোষিয়ে তোমারে   পরম আদরে
ফিরে যাবে নিজ ঘরে ।
কৃষ্ণ কেলে সোনা   সদা কেলে সোনা
সতত মুরলী করে ॥
বলিতে বলিতে   আয়ান ত্বরিতে
আসিল লগুড় করে ।
কৃষ্ণ কালী হেরে   পদতলে পড়ে
লগুড় ফেলিল দূরে ॥
হেরে মুক্তকেশী   ভালে শোভে শশী
করেতে ধারাল অসি ।
নাহি যে বাঁশরী   নাহি বংশীধারী
মুখে শুধু অট্ট হাসি ॥
কটিতে কিঙ্কিনী   জিনিয়া দামিনী
নর মুণ্ড শোভে গলে ।
নাহি পীত ধড়া   নাহি শিরে চূড়া
বনমালা নাহি দুলে ॥

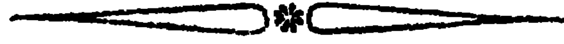
নাহি শিখি পাখা রাধা নাম লিখা
নাহি শোভে পীতবাস।
শ্যামা উলঙ্গিনী নীরদ বরণী
পদতলে কীর্ত্তিবাস ॥
ভাবে গদ গদ চিন্তি কালী পদ
আয়ান ভাসিছে নীরে।
হয়ে অতি ভীত জটিলা সহিত
কুটিলা পলাল দূরে।
মা হেরিয়ে কানে* লজ্জা পেয়ে মনে
আয়ান চৌদিকে চায়।
পড়িয়ে বিপাকে কুটিলাকে ডাকে
কুটিলা সভয়ে ধায় ॥
কোথায় কুটিলা কোথা নন্দলালা
হর বিমোহিনী রাজে।
তোমার কথায় আসিয়ে হেথায়
পড়িনু বিষম লাজে ॥
এস মা জটিলা সহিত কুটিলা
এস এস ত্বরা করে।
শিব সীমন্তিনী ভুবনমোহিনী
হের হের আঁখি ভরে ॥

* কানু (শ্রীকৃষ্ণ)।

ধন্যা রাধা সতী কালী পদে মতি
বিল্বদলে পূজে মায়ে ।
শ্রীপদ-সরোজে কোটী চন্দ্র রাজে
শমন পলায় ভয়ে ॥
অসুর নাশিনী ত্রিলোক তারিণী
কৈলাসবাসিনী হেথা ।
কোথা নীলমণি বল গো জননী
কি কারণে দিলে ব্যথা ॥
জানি চিরকাল নাহি কালাকাল
কুটিলা অসত্য কয় ।
বলিলে আবার না করি বিচার
পাঠাব শমনালয় ॥
সতী শিরোমণি পূজিছে শিবানী
যুড়িয়া যুগল পাণি ।
জননী হাসিছে অভয় দানিছে
তুলিয়া দক্ষিণ পাণি ॥
ধন্যা রাধা সতী ধন্য আমি পতি
পবিত্র হইল কুল ।
ত্রিনেত্রধারিণী ত্রিতাপবারিণী
দিতেছে রাধারে কোল ॥

নামিয়ে আয়ান গেল নিজ স্থান
শ্রীমতী আনন্দে হাসে ।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর শ্যাম বংশীধর
দাঁড়াল রাধার পাশে ॥
হেসে রাধা কয় একি রসময়
হইলে রূপসী নারী ।
মোর ইচ্ছা হয় হতে গুণালয়
মদনমোহন হরি ॥
হের হের ভাই ব্রজের কানাই
নীরদ বরণী হল ।
কৃষ্ণ কাল শশী করে ধরে অসি
বাঁশরী পলায়ে গেল ॥
শ্রীপীতবসন হল বিবসন
শিখিপাখা নাহি শিরে ।
হল এলোকেশী ভালে শোভে শশী
ভোলানাথ মন হরে ॥
পুরুষ কি নারী বুঝহ বিচারি
নানারূপে সদা ফিরে ।
যে ভাবে যে চায় সে ভাবে সে পায়
দ্বন্দ্ব ত্যজি ভজ তাঁরে ॥

মথুরা গমন।



শ্রীরূপ বিরূপ আজি　　　যান ব্রজভূমি ত্যজি
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে গোপীগণ।
অক্রূর সারথী রথে　　　বলরামে নিয়ে সাথে
চলে যান ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কপালে কঙ্কন হানে　　　মূর্চ্ছা যায় ক্ষণে ক্ষণে
গোপীগণ ধরাতে লুটায়।
যেওনা মোদেরে বধে　　　কি দোষ করিনু পদে
এত বলি কান্দে উভরায় ॥
নিকুঞ্জ কানন ছাড়ি　　　কেন যাবে মধুপুরী
কিবা সুখ পাইবে তথায়।
নগর হইতে বন　　　শ্রেষ্ঠ কহে মুনিগণ
বৃন্দাবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তায় ॥
মথুরাতে দুষ্ট কংস　　　পাইলে করিবে ধ্বংস
কেন যাও বিপদ মাঝারে।
বধিলে অবলা নারী　　　হবে কিবা বাহাদুরি
ফের ফের ফের ব্রজপুরে ॥

বসন ভূষণ ছেড়ে হের রাধারাণী পড়ে
স্বর্ণলতা লুটায় ভূমেতে।
হেরহে নিদয় কানু এই সুতা বৃষভানু
যাঁরে তুমি হৃদয়ে রাখিতে ॥
যাঁরে দিলে দাস খত শ্রীহস্তের দস্তখত
সাক্ষী মোরা আছি সখীগণ।
খত বলে ধরে আনি শাস্তি দিব গুণমণি
বৃথা কেন কর পলায়ন ॥
যাঁর উপেক্ষিত হয়ে গেলে রাধাকুণ্ড ধেয়ে
ত্যজিবারে আপন জীবন।
তিলেক না হেরি যারে যেত প্রাণ দেহ ছেড়ে
সেই রাধা কর দরশন ॥
রাধারাণী ছাড়া হলে মরিবে তুমি অকালে
কান্দাইবে সব বন্ধুগণে।
তাই বলি ব্রজনাথ যেওনা অক্রূর সাথ
ফের ফের আপন ভবনে ॥
রাধারাণী তুষ্টা হলে মোক্ষপদ ত্বরা মিলে
পূজ তুমি রাধার চরণ।
রাধা চিহ্ন সর্ব্ব গায় গেলে তুমি মথুরায়
তাড়াইয়ে দিবে সর্ব্বজন ॥

রাধারাণী-দাস হেরি মথুরায় যত নারী
ধরি হেথা দিবে পাঠাইয়া ।
ধরিবে তব চাতুরি ঘুচে যাবে জারী জুরী
তাই বলি কি কাজ যাইয়া ॥
অন্ধ কি হয়েছ হরি চক্ষুত আছয়ে হেরি
কর্ণদ্বয় হয়েছ কি হারা ।
কিছু নাহি শুন কাণে কিছু নাহি হৃদে হানে
কেন্দে কেন্দে হইলাম সারা ॥
হের চেয়ে বৃদ্ধ নন্দ কান্দে বলি শ্রীগোবিন্দ
যশোদা নয়নে বহে জল ।
কবলী ধবলী ধেনু না শুনিয়ে তব বেণু
পিপাসায় নাহি পিয়ে জল ॥
শ্রীদাম সুদাম হের আর যত সহচর
কাতর নয়নে হের চায় ।
বুঝি প্রাণ বাহিরায় হের চেয়ে শ্যামরায়
ফের ফের ফেরহে ত্বরায় ॥
যত সব পশুপাখী হের ঝরে দুই আঁখি
হের চেয়ে লুণ্ঠিত ধরায় ।
ভাবে বুঝি যাবে প্রাণ শুনহে নিঠুর কান
ফের ফের ফের ব্রজরায় ॥

যমুনা চলিছে সাথে যাবে বুঝি মথুরাতে
ব্রজভূমি পরিত্যাগ করি।
ব্রজ হবে জল শূন্য বাড়িবে তোমার পূণ্য
জলাভাবে সবে যাবে মরি ॥
যশোমতী স্নেহ ভরে দুগ্ধ দিয়ে পালে তোরে
জল বিনে মারিবে তাহারে।
শুনি নাই কোন কালে এমন সুপুত্র ফলে
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ তোরে ॥
আমরা জানি যে পথ তাই বলি রাখ রথ
মধুপুরী নহে বেশী দূরে।
আছে তথা কংসাসুর ভয়ে কাঁপে সুরাসুর
বেন্ধে হেথা পাঠাইবে তোরে ॥
বনবাসী বনচরে হেরে যদি মধুপুরে
সবে মিলি দিবেহে যন্ত্রণা।
তাই বলি ফের ব্রজে যেওনা মোদেরে ত্যজে
ছাড় ছাড় ছাড় কুমন্ত্রণা ॥
যেওনা অক্রূর রথে ফিরে এস ব্রজপথে
ফিরে এস ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নিকুঞ্জ কাননে হেরে পুনঃ রাধা দামোদরে
ধন্য হব মোরা দাসীগণ ॥

শুনি গোপীগণ বাণী হেসে কন নীলমণি
পুনঃ আমি আসিব ত্বরায় ।
কি সাধ্য যে যাব ছেড়ে বেধেছ প্রেমের ডোরে
প্রেম পুনঃ আনিবে হেথায় ॥
বলিতে বলিতে হরি ছেড়ে যান ব্রজপুরী
রথবর অতি বেগে ধায় ।
না হেরিয়ে চিন্তামণি মণি হারা যেন ফণী
ব্রজবাসী ধরাতে লুটায় ॥
কে কারে প্রবোধ দিবে অচৈতন্য হল সবে
চারিদিকে শুধু হায় হায় ।
নিত্য বৃন্দাবন শোভা ছিল মুনিমনোলোভা
এবে হল মরুভূমি প্রায় ॥
হরেন্দ্র কহে কাতরে কে তারে রাখিতে পারে
যদি নাহি রহে ইচ্ছা করে ।
অনন্তে করিতে বাধ্য কাহার আছয়ে সাধ্য
নিজে যদি দয়া নাহি করে ॥
যেই হরি হরি স্মরে হরি নেয় ধন হরে
অপমান দুর্গতি অপার ।
রাধা রাধা বলে যেই ধরাতলে পড়ে সেই
ধারা ধরা সম্বল তাহার ॥

যদি ইচ্ছ গৃহবাস ভজিওনা পীতবাস
পীতবাস বাস নিবে কেড়ে।
করি তোমা লণ্ড ভণ্ড বাকী রাখি প্রাণদণ্ড
সর্ব্বস্ব কাড়িয়া দেবে ছেড়ে ॥

দূতী সংবাদ।



মথুরার পতি করিয়ে প্রণতি
ব্রজের দুর্গতি বলি।
গোপরাজ ঘরে যশোদা উদরে
জন্ম নিল বনমালী ॥
সুন্দর নন্দন আনন্দ বর্দ্ধন
নন্দরাজ সুখে ভাসে।
যশোদার কোলে হেরিতে গোপালে
গোপগোপী সদা আসে ॥

রূপে চন্দ্র হারে চন্দ্রহার হারে
অনুপম রূপ শোভা।
নন্দকুল-ইন্দু জিনি শরদিন্দু
নারীগণ মনোলোভা ॥
তার বাঁশী শুনি ভানু সুতা ধনী
উজান বাহিনী হ'ত।
শুনে তার বেণু যত সব ধেনু
তার পানে ধেয়ে যেত ॥
গোধন চরায়ে প্রেম বিলাইয়ে
নিকুঞ্জে বিহার করি।
নারী মন হরি' করিয়ে চাতুরি
এসেছে মথুরা পুরী ॥
এসেছে হেথায় বান্ধিয়ে তাহায়
ফিরাইয়া দেহ রাজা।
কান্দে দিবানিশি যত ব্রজবাসী
তস্করে করহ সাজা ॥
অতি বৃদ্ধ নন্দ না হেরে গোবিন্দ
পাগল হইল শোকে।
কোথা গেলে বাপ দূর কর তাপ
সদাই নন্দের মুখে ॥

হয়ে যেন কাল নন্দের গোপাল
এসেছিল তাঁর ঘরে ।
শান্তি-সুখ-হারা নন্দ দিশাহারা
কপালে আঘাত করে ॥
রাণী যশোমতী হয়ে ভ্রান্ত মতি
ধেনুশালে সদা যায় ।
ভাবে মনে হায় লুকায়ে তথায়
চঞ্চল গোপাল রায় ॥
হাতে সর ননী কান্দে নন্দরাণী
গোপাল গোপাল বলে ।
কোথা নীলমণি নয়নের মণি
এস বাপ এস কোলে ॥
কভু ভাবে রাণী তার যাদুমণি
গিয়েছে রাখাল সাথে ।
ধেয়ে মাঠ পানে না হেরিয়ে কানে
করাঘাত করে মাথে ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় ভূমেতে লুটায়
নাহি জ্ঞান দিবা নিশা ।
ওহে মহারাজ চল ব্রজে আজ
হেরিবে তাদের দশা ॥

কবলী ধবলী শ্যামলী অবলী
তৃণ জল নাহি খায় ।
ধেনুশালে পড়ি যায় গড়াগড়ি
মাঠ পানে নাহি ধায় ॥
চারিদিক হেরে না হেরি কানুরে
পাগলের মত ধায় ।
তৃণ জল দিলে দেয় দূরে ফেলে
কাতর নয়নে চায় ॥
রাজার নন্দিনী হয়ে উন্মাদিনী
যমুনা পুলিনে ধায় ।
ভাবে মনে ধনী শ্যাম নীলমণি
বাঁশীতে ডেকেছে তায় ॥
না হেরিয়ে কানে ব্যথা পেয়ে মনে
জীবন ত্যজিতে যায় ।
তা'হেরি ললিতা হইয়ে ত্বরিতা
পাছু পাছু বেগে ধায় ॥
গিয়া ধরে আনে বলে চন্দ্রাননে
কেন প্রাণ ত্যজ বৃথা ।
কৃষ্ণ গুণমণি মিলিবে এখনি
দূর কর মনোব্যথা ॥

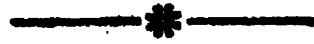
শুনি তার বাণী কহে বিনোদিনী
বল বল কোথা শ্যাম ।
পরাণ বিকল বিধি প্রতিকূল
কেলেসোনা মোর বাম ॥
সখীগণ মিলি করি চাতুরালী
বলে চল ত্বরা করে ।
রসিক নাগর শ্যাম কলেবর
লুকায়ে তোমার ঘরে ॥
শুনি হরষিত রাধা চলে দ্রুত
হেরিতে শ্যাম নাগরে ।
কিছু দূর গিয়ে না হেরে তাহারে
মূর্চ্ছা হয়ে ভূমে পড়ে ॥
রাধা মরে যাবে ভাবি সখী সবে
পাঠাইল মোরে হেথা ।
যদি ইচ্ছা হয় চল দয়াময়
বিলম্ব না কর বৃথা ॥
যমুনার জল হইয়ে বিকল
দুকূলে বহিয়ে যায় ।
তাতে নেত্র বারি পড়ি অনিবারি
বেগ বৃদ্ধি করে তায় ॥

সব ভেসে যাবে কিছু নাহি রবে
অধর্ম্মে পড়িবে তুমি ।
চল ত্বরা করি চল নরহরি
চল চল ব্রজভূমি ॥
যেতে নাহি পার বাশ্চিয়ে সত্বর
পাঠাইয়া দেও কানু ।
রাধা গুণ গেয়ে যায় যেন ধেয়ে
হাতে তার দিও বেণু ॥
শুনিয়ে বৃন্দার কথা হৃদয়ে বাজিল ব্যথা
ভূমে পড়ে কমললোচন ।
ব্রজপুরী মনে পড়ে দুনয়নে জল ঝরে
কেন্দে বলে শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
কাঁহা মেরা বৃন্দাবন কাঁহা নিকুঞ্জ কানন
কাঁহা মেরা গিরি গোবর্দ্ধন ।
কাঁহা মেরা ভানুসুতা কাঁহা বৃষভানু সুতা
কাঁহা মেরা বাঁশরী বাদন ॥
কাঁহা মেরা শ্রীললিতা কাঁহা শ্যামা কুন্দলতা
কাঁহা মেরা গোপনারীগণ ।
কাঁহা মেরা বংশীবট কাঁহা মেরা শ্রীযাবট
কাঁহা মেরা বিপিন ভ্রমণ ॥

কাঁহা মেরা শুকসারী কাঁহা ময়ুরা ময়ূরী
কাঁহা মেরা নিকুঞ্জ ভবন।
কাঁহা মেরা শিখিপাখা কাঁহা মেরা ভঙ্গীবাঁকা
কাঁহা মেরা গোধন চারণ ॥
কাঁহা মেরা শ্রীসুদাম কাঁহা মেরা বসুধাম
কাঁহা মেরা সুবল মঙ্গল।
কাঁহা মেরা শ্রীঅর্জ্জুন কাঁহা মেরা অংশুমান
কাঁহা মেরা গোধন সকল ॥
কাঁহা মেরা তালবন কাঁহা ভাণ্ডীর কানন
কাঁহা মেরা পুলিন ভোজন।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা কাঁহা যশোমতী মাতা
কাঁহা মেরা নন্দের ভবন ॥
হেরিয়ে কৃষ্ণের শোক মনেতে পাইয়া সুখ
বলে দূতী চল ব্রজপুরে।
বিলাপে নাহিক কাজ চল ব্রজে মহারাজ
চল চল চল ত্বরা করে ॥
বৃন্দার বচন শুনি হৃদে ভাবি চিন্তামণি
বলে বৃন্দা যাহ ব্রজপুরে।
নিশিযোগে যাব আমি বলগে রাধারে তুমি
দেখা হবে কুঞ্জের দুয়ারে ॥

রাধা আমি নহে ভিন্ন কেন হলে মতিচ্ছন্ন
কেন মোরে কুবাক্য বলিলে।
কভু নহি ব্রজ ছাড়া রাধা মোর চক্ষুতারা
সদা ফিরি কালিন্দীর কূলে ॥
রাধারাণী শ্বাসে শ্বাসে সদা মোরে হেরে পাশে
হেরে সদা তৃপ্ত নাহি হয়।
প্রেমে টানে সর্ব্বক্ষণ তাই হৃদি উচাটন
উন্মাদিনী বলে মনে হয় ॥
ত্যজ চিন্তা সুবদনী না মরিবে চন্দ্রাননী
কৃষ্ণ-চিন্তা মৃত্যু ভয় হরে।
ভয় পেয়ে মৃত্যুরাজ নাহি যায় ব্রজ মাঝ
দূর হতে নমস্কার করে ॥
কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
বিষামৃতে একত্র মিলন।
বিষে প্রাণ নাহি যায় অমৃত যে আছে তায়
কেন দুঃখ কর অকারণ ॥
ত্যজি চিন্তা যাহ ঘরে আছি সদা ব্রজপুরে
ব্রজবাসী আমার জীবন।
প্রেমডোরে আছি বাঁধা জানে প্রেমময়ী রাধা
পূজ গিয়ে শ্রীরাধাচরণ ॥

পাণ্ডব গৌরব



মুনিশাপে স্বর্গ ভ্রষ্ট হৃদয়ে বিষম কষ্ট
কান্দে সদা উর্ব্বশী অপ্সরী ।
দিবসে অশ্বিনী-রূপ রজনীতে নিজ রূপ
ধরি ঘুরে নেত্রে বহে বারি ॥
অষ্ট বজ্র সম্মিলনে মুক্ত হবে জেনে মনে
কাতরে ডাকয়ে নারায়ণে ।
দণ্ডীরাজ পেয়ে তারে বহু সমাদর করে
নিয়ে গেল আপন ভবনে ॥
হেথায় দ্বারকা পুরে চিন্তামণি চিন্তা করে
কিসে হবে পাণ্ডবের মান ।
ধর্ম্মপুত্র মতিমান সদা কৃষ্ণগত প্রাণ
জ্যেষ্ঠ হয়ে করে মোরে মান ॥
ভীমার্জ্জুন মহাবীর পরাজিয়া সব বীর
ধরাধামে লভেছে সুনাম ।
বিমুখ করিলে রণে সুরাসুর ত্রিলোচনে
ত্রিলোক ব্যাপিয়া হবে নাম ॥

উর্ব্বশীর শাপ মুক্তি দেখাতে ভক্তির শক্তি
বাড়াইতে পাণ্ডব-গৌরব ।
দূতে ডাকি ত্বরা করি পাঠান অবন্তীপুরী
ভকতবৎসল শ্রীমাধব ॥
দূত বলে দণ্ডীরাজ অশ্বিনী সহিত আজ
যেতে হবে দ্বারাবতী পুরে ।
দ্বারকার নৃপমণি ইচ্ছে তোমার অশ্বিনী
চল নৃপ চল ত্বরা করে ॥
শুনিয়া দূতের কথা বাজিল বিষম ব্যথা
বলে দণ্ডী যাহ দূতবর ।
বল গিয়ে গোপরাজে যেন আসে রণসাজে
বল তারে আসিতে সত্বর ॥
ক্রুদ্ধ হয়ে দূতবর শীঘ্র চড়ে রথোপর
উপনীত দ্বারকা নগরে ।
বলে শুন যতুবর না আসিল নরবর
অপমান করিয়াছে মোরে ॥
শুনিয়া দূতের বাণী ক্রুদ্ধ হন চক্রপাণি
যতুগণ সাজিল সমরে ।
অবন্তীর নরপতি হয়ে চিন্তান্বিত অতি
কৃষ্ণ ভয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ॥

কেহ নাহি দিল আশা ছাড়ি জীবনের আশা
প্রাণত্যাগ ইচ্ছা কৈল জলে ।
নিয়ে বধূ উত্তরারে স্নান করিবার তরে
গেল ভদ্রা যমুনার জলে ॥
শুনি দণ্ডীর কাহিনী ব্যথিতা কৃষ্ণ-ভগিনী
আশ্রয় দিলেন দণ্ডীরাজে ।
গিয়ে ভীমসেন পাশে বলে দেবী মৃদু ভাষে
রক্ষ বীর পড়িয়াছি লাজে ॥
শুনি বারতা অদ্ভুত তুষ্ট হয়ে কুন্তী সুত
দাঁড়াইল কৃষ্ণের বিপক্ষে ।
আনন্দে হল অস্থির পুনঃ পুনঃ বলে বীর
হেন নারী নাহি হেরি চক্ষে ॥
বার্ত্তা পেয়ে যদুপতি হয়ে মনে সুখী অতি
ডাকিলেন সত্যক-নন্দনে ।
বলেন সাত্যকি বীরে যাহ তুমি ত্বরা করে
বার্ত্তা দেহ ইন্দ্র পঞ্চাননে ॥
দণ্ডীরাজ মম ভয়ে ভীমের শরণ নিয়ে
আছে সুখে বিরাট নগরে ।
হৃদে আমি স্থির জানি যুধিষ্ঠির নৃপমণি
মম করে অর্পিবে না তারে ॥

পাণ্ডবেরে যুদ্ধে জিনে　　　নাহি হেরি ত্রিভুবনে
ভয়ে মম কাঁপিতেছে দেহ ।
বল গিয়ে মহেশ্বরে　　　সাহায্য করিতে মোরে
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ সহ ॥
ধর্ম্মবলে বলীয়ান　　　ধর্ম্মপুত্র বলবান
কেবা তারে জিনিবে এ ভবে ।
গাণ্ডীব ধনুক ধরি　　　শ্রীগোবিন্দ হৃদে স্মরি
একা পার্থ বিনাশিবে সবে ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে　　　চলিল সাত্যকি ধেয়ে
জানাইল বিধি ইন্দ্র হরে ।
শুনি সব দেবগণ　　　নিয়ে দৃঢ় প্রহরণ
উপনীত দ্বারাবতী পুরে ॥
সাত্যকিরে ডাকি হরি　　　বলে যাহ ত্বরা করি
বল গিয়ে ধর্ম্ম নরবরে ।
দণ্ডীরে পাঠালে হেথা　　　দূরে যাবে মনোব্যথা
অপমান করিয়াছে মোরে ॥
অশ্বিনী সহিত ভূপে　　　পাঠাইতে বল নৃপে
বল তারে বিনয় বচনে ।
না শুনিলে মম বাণী　　　বল তাঁরে বীরমণি
যুদ্ধ হবে পাণ্ডবের সনে ॥

বিধি হর সুরাসুর আসিয়াছে মোর পুর
সহায় হইবে তারা রণে ।
বল তুমি ভীমসেনে দুরাশা ত্যজিতে মনে
পাঠাইতে অবন্তী রাজনে ॥
বৃকোদর অল্পমতি না জানে তাহার শক্তি
যুদ্ধ ইচ্ছে যার তার সনে ।
বলরাম সহ রণে যাবে যম-নিকেতনে
কান্দাইবে পাণ্ডব প্রধানে ॥
বল ভগ্নী সুভদ্রারে ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে
ধর্ম্ম যেন কভু নাহি ত্যজে ।
কি সাধ্য আছয়ে কার ধার্ম্মিকের অপকার
করি বাঁচে এই ধরা মাঝে ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি রথে চড়ে বীরমণি
উপনীত বিরাটভবনে ।
বলে শুন নৃপমণি পাঠাইল চক্রপাণি
নিবেদিতে তোমার চরণে ॥
দুরাচার দণ্ডীরাজ নাহি তার মনে লাজ
দুর্ব্বাক্য বলেছে যদুবরে ।
দেহ তারে মোর করে নিয়ে যাব ত্বরা করে
সুখী হবে কৃষ্ণ তারে হেরে ॥

অশ্বিনী সহিত তারে নিয়ে যাব নিজ ঘরে
নিবেদন তোমার চরণে।
শুনিয়া সাত্যকি-বাণী হেসে কন নৃপমণি
বল ধর্ম্ম ত্যজি বা কেমনে ॥
কৃষ্ণ চন্দ্র মোর প্রাণ বল গিয়ে তার স্থান
পাণ্ডবের বল বুদ্ধি হরি।
কুন্তি-গর্ব্ভে জন্ম ধরি আশ্রিতে ত্যজিতে নারি
বিনা যুদ্ধে উপায় না হেরি ॥
বল গিয়ে যদুবীরে যুধিষ্ঠির অকাতরে
প্রাণ দিবে হরির চরণে।
পাণ্ডুবংশ হবে লয় যা করেন ইচ্ছাময়
কৃষ্ণ বলে প্রবেশিব রণে ॥
সাত্যকি বিনয়ে কয় শুন ধর্ম্ম মহাশয়
হর ইন্দ্র সাহায্য করিবে।
আসিয়াছে সুরাসুর ভয়ে কাঁপে তিন পুর
পাণ্ডুবংশ নাশ বুঝি হবে ॥
শুনিয়ে সাত্যকি কথা পাইয়া বিষম ব্যথা
ক্রোধে বলে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
শুন শুন বীরমণি জানে কৃষ্ণ চিন্তামণি
সুরাসুরে রণে নাহি গণি ॥

কৃষ্ণ পদ হৃদে স্মরি গাণ্ডীব ধনুক ধরি
অগ্রসর হইব আহবে ।
যদি কৃষ্ণে থাকে ভক্তি কাহার আছয়ে শক্তি
বিনাশিবে সমরে পাণ্ডবে ॥
গাণ্ডীব-টঙ্কার শুনি স্তব্ধ হবে শূলপাণি
বিধি ইন্দ্র পালাবে সমরে ।
স্বচক্ষে হেরিবে বীর নাহি রবে কেহ স্থির
সবে যাবে রণভূমি ছেড়ে ॥
হৃদি মধ্যে সারাৎসার বলে মোরে বারবার
যুদ্ধ কর তৃতীয় পাণ্ডব ।
রণজয়ী তুমি হবে অক্ষয় সুকীর্ত্তি রবে
বৃদ্ধি পাবে পাণ্ডব-গৌরব ॥
যাচি আমি বীরবর আতিথ্য স্বীকার কর
আহার করহ মোর পুরে ।
সাত্যকি কাতরে কয় গুরু তুমি ধনঞ্জয়
আজ্ঞা আছে যাইতে সত্বরে ॥
দেহ মোরে অনুমতি যাব আমি দ্বারাবতী
নমস্কার করিয়ে ধর্ম্মেরে ।
শুনিয়া সাত্যকী বাণী হেসে বলে বীরমণি
যাহ বীর যাহ ত্বরা করে ॥

সাত্যকি চলিল হেরি বলে ধর্ম্ম অধিকারী
শুন পার্থ আমার বচন ।
হবে ঘোরতর রণ লয় যদি তব মন
দুর্য্যোধনে কর আবাহন ॥
পার্থ বলে আজ্ঞা পেলে যাই আমি কুতূহলে
বার্ত্তা দিতে কৌরব রাজনে ।
ধর্ম্ম বলে শীঘ্র যাহ পিতামহ বীরে কহ
যুদ্ধ হবে যাদবের সনে ॥
যুদ্ধে আসে যদুবর সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাধর
গঙ্গাপুত্র বিনে কে তারিবে ।
বল গঙ্গা-পুত্র বীরে নেতা তিনি এ সমরে
রক্ষা যেন করেন পাণ্ডবে ॥
আজ্ঞা পেয়ে পার্থ ধায় উপনীত হস্তিনায়
জানাইল রাজা দুর্য্যোধনে ।
হর্ষমতি দুর্য্যোধন করি যুদ্ধ আয়োজন
উপনীত বিরাট ভবনে ॥
বলরাম সহ হরি সঙ্গে নিয়া ত্রিপুরারি
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ সহ ।
আসিল সমর সাজে রণবাদ্য ঘন বাজে
আগু হৈল দেব হব্যবাহ ॥

ভীষ্মে সেনাপতি করি মনোরম রথে চড়ি
রণে এল রাজা যুধিষ্ঠির ।
স্বর্ণছত্র শোভে শিরে উজ্জ্বল ধনুক ধরে
বাম ভিতে শোভে ভীমবীর ॥
ভীমসেন গদা হাতে যাদব বাহিনী মথে
বলরামে নাহি করে ভয় ।
মিলে সব দেবগণ করে বাণ বরিষণ
অগ্রসর হৈল মৃত্যুঞ্জয় ॥
গঙ্গাধর শূল এড়ে গঙ্গাপুত্র বাণ ছাড়ে
ভূমি তলে শূল পড়ে যায় ।
অতি ক্রোধে ত্রিপুরারি জয়ন্ত ধনুক ধরি
ভীষ্ম বধে অতি বেগে ধায় ॥
গঙ্গাপুত্র বীরবর অস্ত্র মারি দৃঢ়তর
নিবারিল দেব গঙ্গাধরে ।
আসিল শ্রীকৃষ্ণ রণে যুদ্ধ হইল দ্রোণ সনে
আচার্য্য বিন্ধিল দামোদরে ॥
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন করে ঘোরতর রণ
নিবারণ করে দৈত্যগণে ।
করেতে সুতীক্ষ্ণ তীর রণে এল কৃপবীর
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা সনে ॥

কামদেব পশে রণে যুদ্ধ করে কর্ণ সনে
ক্রোধে দোঁহে কাঁপে থরথর ।
শমনে হেরিয়ে পাশে অশ্বথামা হেসে হেসে
আগু হৈল নিয়ে ধনুঃশর ॥
অভেদ্য কবচ পরি কপিধ্বজ রথে চড়ি
রণে আসে বীর ধনঞ্জয় ।
কৃষ্ণ পদ হৃদে স্মরি ধর্ম্মে নমস্কার করি
পশে রণে নির্ভয় হৃদয় ॥
দেবদত্ত শঙ্খ নাদ ধ্বজে মহাবীর নাদ
গাণ্ডীব টঙ্কার ভয়ঙ্কর ॥
ধনুক ধরিয়ে করে দ্রোণেরে প্রণাম করে
পদতলে মারি দুই শর ॥
হইয়ে পুলক তনু ভরদ্বাজ অঙ্গজনু
স্নেহভরে ছাড়ে এক শর ।
শর গিয়ে চুম্বে শির বলে যুদ্ধ কর বীর
অবহেলে জিনিবে সমর ॥
গুরুর আশীষ লভি গুরু পদ হৃদে ভাবি
দৃঢ় করে ধরে শরাসন ।
অর্জ্জুনের বীর দাপে দেবাসুর ভয়ে কাঁপে
হেরি দ্রোণ আনন্দিত মন ॥

রণে আসে পুরন্দর চড়ে ঐরাবতোপর
বজ্র করে ছত্র শোভে শিরে ।
দেবাসুরে ভীত হেরি কোপেতে নমুচি অরি
বাণ এড়ে পার্থের উপরে ॥
পাণ্ডু-পুত্র দিব্য শিক্ষা ভরদ্বাজ-পুত্র দীক্ষা
অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু ।
গোবিন্দ স্মরিয়া বীর সঘনে ছাড়িল তীর
ভেদ করে সুররাজ তনু ।
হানিল পবনে বাণ গদা হৈল খান্ খান্
ঘোর রবে গর্জ্জে জলপতি ।
শিবে নমস্কার করি পার্থ শব্দভেদী এড়ি
বরুণের করিল দুর্গতি ॥
দেখি দেবে ভঙ্গীয়ান ক্রোধে হয়ে কম্পমান
গর্জ্জি আসে বিনতানন্দন ।
বজ্র সম দন্ত নখে আসিল বিস্তার মুখে
পার্থ বীরে করিতে ভক্ষণ ॥
তখন গরুড় পক্ষী আকাশে আইসে দেখি
দিব্য অস্ত্র নিল বীরবর ।
করি দ্রোণ পদ ধ্যান এড়ে ব্রহ্মশির বাণ
অগ্নি বৃষ্টি গরুড় উপর ॥

গর্জ্জে ব্রহ্মশির অস্ত্র　　　গরুড় হইল ব্যস্ত
পলাইল পেয়ে মহা ভয় ।
গরুড় পলায় হেরি　　　মনে মনে হাসে হরি
ধন্য বীর কুন্তীর তনয় ॥
শক্তিপুত্র মহাবীর　　　কোপভরে নহে স্থির
শক্তি অস্ত্র হানে পার্থোপরে ।
যুধিষ্ঠির পদ স্মরি　　　পার্থ রুদ্রবাণ মারি
অচেতন করিল কুমারে ॥
কৈলাসে মহেশ জায়া　　　আচম্বিতে কাপে হিয়া
অমঙ্গল হেরেন নয়নে ।
নিয়ে দৃঢ় প্রহরণ　　　যুদ্ধে অগ্রসর হন
উপনীত সমর প্রাঙ্গনে ॥
অষ্টবজ্র মিলে রণে　　　হেরি তাহা স্বনয়নে
স্বর্গ পথে উর্ব্বশী পলায় ।
উর্ব্বশীর মুক্তি হেরি　　　সবে বলে হরি হরি
রণে ক্ষমা দিল যদুরায় ॥
সবে বলে জয় জয়　　　ধন্য বীর ধনঞ্জয়
ধন্য ধন্য পাণ্ডু পুত্রগণে ।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণ ভক্তি　　　রোধিল ত্রিলোক শক্তি
হরি হর পরাজিত রণে ॥

রথ ছাড়ি যদুপতি ধেয়ে গিয়ে দ্রুতগতি
বন্দিলেন ধর্ম্মের চরণ ।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া দুই বাহু প্রসারিয়া
কৃষ্ণ চন্দ্রে দেন আলিঙ্গন ॥
ভীমসেন হয়ে সুখী বলে এস কমলাঁখি
এস ভাই দেহ আলিঙ্গন ।
জননী বলেছে মোরে নিয়ে যেতে ধরে তোরে
স্কন্ধে ভাই কর আরোহণ ॥
পার্থবীর হেসে কয় পরাজিলে লোকত্রয়
উপলক্ষ করিয়ে পাণ্ডবে ।
পাণ্ডবেরে দিলে জয় মেনে নিলে পরাজয়
তোমার তুলনা তুমি ভবে ॥
চল সখা চক্রপাণি চিন্তিতা আছে জননী
চল ত্বরা বিলম্ব না সহে ।
সুভদ্রা রয়েছে বসে হেরিতে দাদা শ্রীবাসে
চল সখা যাই মিলে দোঁহে ॥
শুনিয়া পার্থের বাণী রথে চড়ে চক্রপাণি
পুষ্প বৃষ্টি দেবগণ করে ।
সাত্যকি চালায় রথ ক্ষণে উত্তরিল পথ
সুখী কুন্তী হেরিয়ে দোঁহারে ॥

ভীমসেন বলে মাতা ত্যজ তুমি মনোব্যথা
পাণ্ডবে সদয় যদুপতি।
পরাজিল লোক-ত্রয় পাণ্ডবেরে দিল জয়
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রৈল কীর্ত্তি ॥
শীঘ্র আন দুগ্ধ দধি খাবে মোর কৃপানিধি
নিজ হাতে দিব মুখে তুলে ।
রক্ষা কৈল ঘোর রণে পরাজিল সর্ব্বজনে
মরি যেন তাঁর পদতলে

ভীষ্মের শরশয্যা ।



সিংহাসনে যুধিষ্ঠির বাম পাশে ভীম বীর
পুরো ভাগে পার্থ নারায়ণ ।
রজনী প্রভাত হৈতে যেতে হবে কুরুক্ষেত্রে
ধর্ম্মক্ষেত্রে নিয়ে সেনাগণ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি সপ্ত অক্ষৌহিণী পতি
নিবেদিল ধর্ম্ম নরবরে।
দ্রোণেরে বধিব আমি স্থির জেন ধরাস্বামী
শিখণ্ডী নাশিবে ভীষ্মবীরে ॥
বৃকোদর গদা হাতে বিনাশিবে কুরুনাথে
দুঃশাসন আদি সহোদরে।
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড সম তেজ বীর্য্যে অনুপম
পার্থবীর ভুবন মাঝারে ॥
অভিমন্যু যুযুধান হলে রণে আগুয়ান
ভীত হবে কৌরব সেনানী।
হিড়িম্বাতনয়ে হেরি রণসাজ পরিহরি
পলাইবে কৌরব বাহিনী ॥
কৌরব রণ-সাগর অবহেলে হবে পার
বৃথা চিন্তা ত্যজ নরবর।
গাণ্ডীব ধনুক করে তিনলোক জয় করে
তব ভ্রাতা পার্থ বীরবর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বাক্য শেষ হৃদে চিন্তি গুড়াকেশ
ধর্ম্মবলে আনন্দিত মনে।
মধু কৈটভারি হরি পাণ্ডবেরে দয়া করি
সহায় হইল কুরুরণে ॥

পাণ্ডুসুত পঞ্চ-জন্য　　　করে ধরে পাঞ্চজন্য
দেবকীতনয় যদুপতি ।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নাদে　　　ধ্বজে কপিবর নাদে
কৌরবের ঘটিবে দুর্গতি ॥
গাণ্ডীব অজেয় ধনু　　　ধ্বজে গর্জ্জে বীর হনু
গোবিন্দ সারথী মোর রথে ।
ভীষ্ম দ্রোণ মহাবলে　　　নিবারিব অবহেলে
বিনাশিব কর্ণ জয়দ্রথে ॥
ফাল্গুন-বচনে তুষ্ট　　　হলেন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ
হেসে নৃপ করেন উত্তর ।
হৃদে আমি স্থির জানি　　　শুন পার্থ বীরমণি
তব সম নাহি ধনুর্দ্ধর ॥
লক্ষ রাজা জিনি হেলে　　　পাঞ্চালী লভিলে বলে
তব তেজে কম্পিত বাসব ।
চিত্রসেনে জয় করি　　　দুর্য্যোধনে মুক্ত করি
বাড়াইলে পাণ্ডব গৌরব ॥
যুদ্ধে তুষ্ট করি হরে　　　গেলে তুমি সুরপুরে
বিনাশিলে দেবতার বৈরী ।
উত্তর গোগৃহ রণে　　　বিমুখিলে কুরুগণে
ভীষ্ম দ্রোণ ভীত রণ হেরি ॥

যদি দেহ যুদ্ধে মন ভঙ্গ দিবে কুরুগণ
কার সাধ্য তব রণ সহে।
হৃদে তব দয়া অতি পাছে কর অন্য মতি
তাই ভাবি মন মোর মোহে॥
চাহিয়ে পার্থের পানে মৃদু হেসে হৃষ্ট মনে
নৃপবরে বলে নারায়ণ।
ত্যজ চিন্তা ধর্ম্মরাজ রণে নাহি পাবে লাজ
যুদ্ধে যেতে কর আয়োজন॥
ভাই তব ধনঞ্জয় সুরাসুর করে ভয়
বৃকোদর অনিল সমান।
তেজে বৈশ্বানর সম ধৃষ্টদ্যুম্ন অনুপম
সখা তব সাত্যকি ধীমান্॥
দূর কর সব ভয় রণে তব হবে জয়
রণে যেতে দেহ অনুমতি।
পাণ্ডব গৌরব হবে অক্ষয় সুকীর্ত্তি রবে
কুরুরাজ্যে হইবে নৃপতি॥
গোবিন্দের আজ্ঞা শুনি আনন্দিত নৃপমণি
কৃতাঞ্জলি করে দেবে স্তুতি।
সদা বলে অন্তর্য্যামী যখন সহায় তুমি
নষ্ট হবে কৌরব দুর্ম্মতি॥

অনুমতি কিবা বল তুমি পাণ্ডবের বল
সহায় সম্পদ তুমি হরি ।
কিবা বল জয়াজয় কিবা বল মোর ভয়
তব আজ্ঞা সদা শিরে ধরি ॥
প্রাতে যাবে সর্ব্বজন নিয়ে দৃঢ় প্রহরণ
কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গনে ।
প্রাণ সম অর্জ্জুনেরে সমর্পিনু তব করে
চলিলাম বিশ্রাম ভবনে ॥

রজনী প্রভাত বহে মৃদুবাত
পূরবে উদিত ভানু ।
পার্থ মহারথী গোবিন্দ সারথী
সাজিল পুলক তনু ॥
ঘন শঙ্খ ধ্বনি করে যদুমণি
সজ্জিত সারথী সাজে ।
নীলোৎপল আভা কোটী সূর্য্য প্রভা
ভাস্কর মলিন লাজে ॥
কৌস্তভ ভূষণ নীরদ বরণ
অর্জ্জুন কিরীট শিরে ।
শ্রীকৃষ্ণ যুগল ভুবনে অতুল
রূপেতে কুমার হারে ॥

যত্নকুল শশী রথোপরে বসি
করেতে বল্‌গা ধরি ।
চালাইল হয় দেবকী তনয়
কৌরব বাহিনী হেরি ॥
রথ ধায় দ্রুত পার্থ আনন্দিত
গাণ্ডীব ধনুক করে ।
পাঞ্চজন্য নাদ কপিবর নাদ
ত্রিলোক কম্পিত করে ॥
দেব-দত্ত ধ্বনি কাঁপিল ধরণী
পাণ্ডুর তনয় আসে ।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ হইল বিবর্ণ
কৌরব অস্থির ত্রাসে ॥
নর নারায়ণ ভুবনমোহন
অনুপম দেহ দ্যুতি ।
কি দিব তুলনা জগতে মিলেনা
রবি শশী জিনি ভাতি ॥
ভকত জীবন দেব নারায়ণ
ভকত গৌরব তরে ।
সুদর্শন ছাড়ি অশ্ব রশ্মি ধরি
পশিল সমর ঘোরে ॥

কৌরবের সেনাপতি ভীষ্মদেব মহামতি
উচ্চৈঃস্বরে বাজাইল শঙ্খ।
ভেরি শব্দ ঘন ঘন আনক গোমুখ স্বন
রিপুগণে করিল আতঙ্ক ॥
শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহতি স্যন্দনে স্থিত
মাধব পাণ্ডব আসে রণে।
পাঞ্চজন্য হৃষিকেশ দেবদত্ত গুড়াকেশ
পৌণ্ড্র বাজে ভীমের বদনে ॥
অনন্ত বিজয় নাম ধরে ধর্ম্ম গুণধাম
সুঘোষ নকুল মুখে বাজে।
মণিপুষ্পক সুন্দর ধরে সহদেব বীর
শঙ্খ ধ্বনি কুরুবুকে বাজে ॥
হেরি কৌরব বাহিনী বলে পাণ্ডব ফাল্গুনী
রথ রাখ কৃষ্ণ মধ্য স্থানে।
কুরু সেনাপতিগণে যাবত হেরি নয়নে
কে কে যুদ্ধ ইচ্ছে মোরসনে ॥
পার্থ বাক্যে পীতবাস নিয়ে যান কুরুপাশ
হিরণ্যে খচিত কপিধ্বজ।
বলে হের পার্থবীর এই সব কুরুবীর
হের অগ্রে গঙ্গার আত্মজ ॥

হেরে পার্থ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক লক্ষ্মণ
চারিদিকে ভ্রাতা বন্ধুগণ।
হেরিয়ে বিষণ্ণ অতি ধনঞ্জয় মহামতি
কর হৈতে পড়ে শরাসন।
গুরু বৃদ্ধ বধে ভীত সব্যসাচী কুন্তীসুত
বক্ষ বয়ে পড়ে নেত্রজল।
ঘন কাঁপে বক্ষ তনু ত্যজি তূণ শর ধনু
অধোমুখে বসে মহাবল॥
বিশ্বরূপ ধরি হরি অর্জ্জুনে মোহিত করি
বলে শুন আমার বচন।
বধিয়াছি কুরুগণে হের পার্থ স্বনয়নে
হও তুমি নিমিত্ত কারণ।
কৃষ্ণ বাক্যে মোহ ভয় ত্যজি বীর ধনঞ্জয়
গাণ্ডীব ধনুক নিল করে।
জয়াজয় কৃষ্ণে দিয়ে নিজে অনাসক্ত হয়ে
প্রবেশিল সমর সাগরে।

হের হের রণ ওহে সুধীগণ
গগন ছাইল বাণে।
করেতে গাণ্ডীব বামেতে মাধব
অর্জ্জুন ধাইছে রণে॥

কপিবর ঘোষ গাণ্ডীব নির্ঘোষ
চৌদিকে অনল বাণ।
পাঞ্চজন্য ধ্বনি শত বজ্র ধ্বনি
বধির করিল কাণ॥
ভারদ্বাজ দীক্ষা ইন্দ্রপুরে শিক্ষ
অক্ষয় ধনুক করে।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ করিছে সন্ধান
সন্ধান যুগল করে॥
কোদণ্ড প্রচণ্ড করে লণ্ড ভণ্ড
কৌরব বাহিনী কাঁপে।
হেরি সবে ভীত বীর দেবব্রত
ধাইল বিষম কোপে॥
ধরি দিব্য ধনু বিন্ধে পার্থ তনু
ধনুকে অনল জ্বলে।
মাধব উপরে তীক্ষ্ণ বাণ মারে
অর্জ্জুন উঠিল জ্বলে॥
দুহাতে গাণ্ডীব ধরিয়া পাণ্ডব
আকর্ণ সন্ধান পূরে।
কাটে ভীষ্ম-ধ্বজ পাণ্ডুর অঙ্গজ
ভীষ্মেরে ভেদিল শরে॥

চারি বাণ মারি কাটি অশ্ব চারি
ভীষ্মের পানেতে চায়।
হেরিয়া অদ্ভুত বীর দেবব্রত
আনন্দে বাখানে তায়॥
ধন্যরে অর্জ্জুন কুন্তীর নন্দন
আমারে ভেদিলে বাণে।
জামদগ্ন্য বীর নাহি ছিল স্থির
আমার সহিত রণে॥
ধন্য তোর শিক্ষা দিলেরে পরীক্ষা
ভরত কুলের রত্ন।
করি আশীর্ব্বাদ পূরে যেন সাধ
সফল হউক যত্ন॥
এত বলি বীর ছাড়ে তীক্ষ্ণ তীর
কৃষ্ণ বক্ষেতে পড়ে।
হেরিয়ে অর্জ্জুন ক্রোধে হুতাশন
ভীষ্মের সারথী মারে॥
ভকত বৎসল ভকত সম্বল
ভকত রক্ষার তরে।
হের বক্ষে বাণ ধরে ভগবান
রুধির বহিছে ধারে॥

বাণে বিদ্ধ হের কাঁপে কলেবর
তবু না ভক্তেরে ত্যজে।
নীরদ বরণ রুধির ভূষণ
নীরদে বালার্ক রাজে ॥
ভীষ্ম বলবান মারে তীক্ষ্ণ বাণ
পার্থে না বিন্ধিতে পারে।
রথ সদা ঘুরে বাণ হৈতে দূরে
কে মারে সে রাখে যারে ॥
পার্থের হুঙ্কার গাণ্ডীব ঝঙ্কার
বজ্র সম বাণ ধায়।
কুরু সৈন্য ভীত হারাইয়ে পথ
বিপথে ভয়ে পলায় ॥
ভীষ্মার্জ্জুনে রণ হল বহুক্ষণ
কেহ না জিনিতে পারে।
গোধূলি সময়ে পরাজিত হয়ে
দেবব্রত ফিরে ঘরে ॥

অষ্টম দিবস রণ পরাজিত কুরুগণ
দুর্য্যোধন করে হাহাকার।
নবম দিবস শেষে ভীষ্মবীর মহারোষে
বহু সৈন্য করিল সংহার ॥

শিবিরে গমন করি রণ সাজ পরিহরি
সিংহাসনে বসে যুধিষ্ঠির।
বলে শুন যদুবর সেনাপতি অন্যে কর
ভীষ্ম রণে যেবা হবে স্থির॥
তোমার অর্জ্জুন সখা করে পদে বাণ রেখা
মধ্যস্থ হয়েছে কুরু রণে।
কি উপায় নারায়ণ পুনঃ যেতে হবে বন
কেন যাব যম নিকেতনে॥
অর্জ্জুন ধরিলে ধনু বিন্ধে সুররাজ তনু
কেবা আছে যুঝে তার সনে।
যুদ্ধে তুষ্ট করি হরে পাশুপত অস্ত্র ধরে
অব্যর্থ সন্ধান তার বাণে॥
উপেক্ষা করিছে রণ হরিতেছ নারায়ণ
ভীষ্ম দ্রোণ সৈন্য মারে হেলে।
এত বলি নরপতি হলেন দুঃখীত অতি
নেত্রদ্বয় পূর্ণ হৈল জলে॥
চাহিয়ে অর্জ্জুন পানে হরি বিনয় বচনে
যুধিষ্ঠিরে করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর মহারাজ পরি আমি রণসাজ
কুরু যুদ্ধে করিব গমন॥

ধরিয়া শারঙ্গ ধনু বিন্ধিব ভীষ্মের তনু
কুরুগণে করিব বিনাশ।
বৃথা চিন্তা পরিহর ওহে ধর্ম্ম নরবর
পুরাইব তব অভিলাষ ॥
তব ভ্রাতা ধনঞ্জয় ভীষ্মবীরে করি জয়
ইচ্ছা করে সুযশ লভিতে।
রণে ক্ষান্ত তাই আমি শুনহে ধরণী স্বামী
যুদ্ধ ইচ্ছা সদা করি চিতে ॥
অর্জ্জুন বলুক মোরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিয়ে করে
কল্য করি ভীষ্মেরে সংহার।
ভীষ্মবীর হত হৈলে কুরু যাবে রসাতলে
ধরা রাজ্য লভিবে আবার ॥
নাশিতে বিপক্ষ পক্ষ পার্থবীর একা শক্য
কিন্তু ভীষ্মে দৃঢ়ভক্তি তার।
মৃদু যুদ্ধ সদা করে ভয় যদি ভীষ্ম মরে
অপযশ হইবে তাহার ॥
মোহান্ধ হয়েছে পার্থ নাহি বুঝে নিজ স্বার্থ
ফেলিয়াছে বিপদে আমারে।
করিব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ধরিব ধনু শারঙ্গ
রণে যেতে আজ্ঞা কর মোরে ॥

বলে ধর্ম্ম নরপতি শুনহে কৃষ্ণ সুমতি
শুন ভাই শুন সাবধানে।
রণে নাহি জয় হবে তাতে মোর কিবা যাবে
কিন্তু যাবে কৃষ্ণ নিন্দা শুনে॥
সম্বন্ধ গৌরব জন্য ধরিয়াছ পাঞ্চজন্য
সাজিয়াছ সারথীর সাজে।
তুচ্ছ এই রাজ্য জন্য হইবে প্রতিজ্ঞা শূন্য
হেন বাণী কভু নাহি সাজে॥
মোর হিতে সদা রত গঙ্গাসুত দেবব্রত
মোর জয় সদা ইচ্ছে হৃদে।
বলেছেন স্নেহ বশে যাইতে তাঁহার পাশে
চল যাই ধরি গিয়া পদে॥
তিনি বলিবেন যাহা অবশ্য করিব তাহা
এই যুক্তি মোর মনে লয়।
হাসিয়া বলেন হরি চল নৃপ ত্বরা করি
রণে জয় হইবে নিশ্চয়॥
চলিল পাণ্ডবগণ সহ দেবকী-নন্দন
উপনীত ভীষ্মের শিবিরে।
দ্বারপাল জানাইতে ভীষ্ম আনন্দিত চিতে
আগু হয়ে নিল দামোদরে॥

প্রণতি করিয়া পদে বলে ধর্ম্ম মনখেদে
পিতামহ কি উপায় করি।
কিরূপে হইবে জয় বল শান্তনু তনয়
তব রণে উপায় না হেরি॥
ভীষ্মবীর হেসে কয় শুন কুন্তীর তনয়
সখা তব দেব যদুপতি।
আসিয়া আমার স্থান বাড়ালে আমার মান
চিরকাল ধর্ম্মে রেখ মতি॥
শত ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী শুনি পাঞ্চজন্য ধ্বনি
নাহি স্থির রহিবে আহবে।
হেন সাধ্য আছে কার করে তব অপকার
কার সাধ্য জিনিবে পাণ্ডবে॥
ক্রুদ্ধ হলে নারায়ণ দহে সব ত্রিভুবন
কি ছার কৌরব বলে রণে।
রণে তব হবে জয় কুরু পাবে পরাজয়
মতি রেখ গোবিন্দ চরণে॥
নর-নারায়ণ বিনে নাহি কেহ ত্রিভুবনে
রণে মোরে করে পরাজয়।
শিখণ্ডী অগ্রেতে করি গোবিন্দে সারথী করি
আসে যেন বীর ধনঞ্জয়॥

নষ্ট হবে কুরু দুষ্ট তোমার পূরিবে ইষ্ট
কুরু রাজ্যে হইবে নৃপতি ।
লভিবে বিমল যশঃ দূরে যাবে যুদ্ধ ক্লেশ
ধর্ম্মে স্থির রহিও সুমতি ॥
প্রহার করিও মোরে চিন্তা ত্যজি অকাতরে
ফিরে যাও আপন শিবিরে ।
অন্তঃকালে কিন্তু মোর পুনঃ এস নৃপবর
সঙ্গে নিয়ে দেব দামোদরে ॥
শুনিয়ে ভীষ্মের কথা অন্তরে বাজিল ব্যথা
কেন্দে বলে কবচ-দমন । *
রাজ্য নাহি চাহি হরি বলি তব পদে ধরি
অতি বৃদ্ধ শান্তনু নন্দন ॥
পূজ্যতম কুল শ্রেষ্ঠ তাঁহার বিনাশে ইষ্ট
কভু নাহি হবে জনার্দ্দন ।
আমা হতে নাহি হবে অন্য যুক্তি কর সবে
উপায় না হেরি নারায়ণ ॥
পিতামহ জীর্ণ দেহ হয়েছে আমার স্নেহ
তাঁরে বিন্ধি বল কোন প্রাণে ।
রুধিরে রঞ্জিত রাজ্য কিম্বা ত্রিদিব সাম্রাজ্য
সুখ নাহি দিবে মোর মনে ॥

---

* কবচ-দমন—অর্জ্জুন ।

শিশুকালে পিতা বলে উঠিনু তাঁহার কোলে
বলেছিল কেঁদে পিতামহ।
পিতার পিতৃব্য আমি পিতা না বলিহ তুমি
ইহা বলি করেছিল স্নেহ ॥
ধূলি ধূসরিত হেরে পিতামহ স্নেহভরে
ধূলি ঝাড়ি নিয়েছিল কোলে।
তার বিনিময়ে বাণে ব্যথা দিলে তাঁর প্রাণে
দগ্ধ হব রৌরব অনলে ॥
যাবে মোর ইহকাল যাবে মোর পরকাল
যাবে মোর ধর্ম্ম অর্থ সব।
যাক্ রাজ্য যাক্ ধন পুনঃ ফিরে যাব বন
উপায় না হেরি শ্রীকেশব ॥
এত বলি পার্থবীর দুনয়নে বহে নীর
অধোমুখে বসে ধরাতলে।
উপায় চিন্তিয়া হরি অর্জ্জুনের বাহু ধরি
ভূমি হৈতে উঠাইল বলে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন পার্থ নাহি জান ধর্ম্ম অর্থ
নাহি জান ক্ষত্রিয়ের রীতি।
ধর্ম্ম যুদ্ধে ক্ষত্রগণ নাশে গুরু বৃদ্ধগণ
চিরকাল আছে এই নীতি ॥

পার্থ বলে নিবারিব কৌরববাহিনী সব
শিখণ্ডী ভীষ্মেতে হবে রণ।
শিখণ্ডী পশ্চাতে হরি যাইব ধনুক ধরি
বিনাশিব কুরু সেনাগণ ॥
কুরু মহারথীগণে বিনাশ করিব রণে
শিখণ্ডীরে রক্ষিব সতত।
শিখণ্ডী উপরে বাণ নাহি ছাড়ে মতিমান
ব্রহ্মচারী বীর দেবব্রত ॥
এই যুক্তি স্থির করি ভীষ্মেরে প্রণাম করি
ফিরে এল পাণ্ডুপুত্রগণ।
রজনী প্রভাত হল দশদিশি প্রকাশিল
বাহিরিল পাণ্ডুসৈন্যগণ ॥
শিখণ্ডী অগ্রেতে চলে ধনুক আকর্ষি বলে
ঘন ঘন ছাড়ে সিংহনাদ।
পশ্চাতে গাণ্ডীব ধরি চলিল নিবাত অরি
দেবদত্ত করে ঘোর নাদ ॥
পাঞ্চজন্য ঘন বাজে শেল সম বুকে বাজে
ভীষ্ম দ্রোণে করে কম্পমান।
চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিল কৌরব দল
দিনকর হয়ে গেল ম্লান ॥

ভীষ্মের সারথী কয় শুন শান্তনু তনয়
আজি রণে কুশল না হেরি ।
শিবাগণ ঘন ডাকে ধ্বজ বেড়িয়াছে কাকে
রুদ্রমূর্ত্তি ধরেছে শ্রীহরি ॥
ভীষ্মদেব বলে সুত সাক্ষাতে হের অচ্যুত
গোবিন্দ পরমানন্দ হরি ।
নির্ভয়ে চালাও রথ পূর্ণ হবে মনোরথ
নেত্র ভরে হেরিব মুরারী ॥
শ্রীবৎস লাঞ্ছন হরি অশ্ব রশ্মি করে ধরি
আসিছেন সম্মুখে আমার ।
কভু নহে কার অরি সদাই বিপদ বারী
হরি সদা সুধার আধার ॥
সুধাময় হরি নিত্য তাঁর নাম সদা সত্য
তাঁর নামে শমন পলায় ।
কেন সুত হলে ভ্রান্ত শ্রীহরি নহে কৃতান্ত
অন্তঃকালে জীবের উপায় ॥
মোর মাতামহ হরি মোর প্রতি স্নেহ ভারি
হের হাসি অধর কোণেতে ।
সত্বর চালাও হয় দূর কর মিথ্যা ভয়
রথ রাখ অর্জ্জুন অগ্রেতে ॥

হের দামোদর রূপ মনোহর
নীল কলেবর ভাতি।
চরণ রাতুল জগতে অতুল
য়া দ্যুতি ॥
সিংহ জিনি কটি আটি দৃঢ় ধটী
আজানু লম্বিত ভুজ।
সুবিশাল বক্ষ হরি কমলাক্ষ
অজামধ্যে যেন গজ ॥
করে পাঞ্চজন্য পাণ্ডুসুত জন্য
অর্জ্জুন সারথী হয়।
জগত শরণ্য জগতের জন্য
একাকী পার্থের নয় ॥
যুগল নয়ন করে আকর্ষণ
ভুবনের নরনারী।
কৃষ্ণ কালবারী ভবার্ণবে তরী
হের সুত আঁখি ভরি ॥
করুণার ধারা ভাসিতেছে ধরা
জগত মঙ্গল হরি।
কভু নহে কাল যশোদাদুলাল
কালের পরম অরি ॥

হয়ে এক মন হের শ্রীচরণ
আনন্দে চালাও হয় ।
নাহি কোন ভয় জানিহ নিশ্চয়
মাধব মঙ্গলময় ॥

সুত চালাইল হয় হাসে গঙ্গার তনয়
প্রচণ্ড কোদণ্ড নিল করে ।
করে ঘোর অস্ত্রবৃষ্টি যেন মজাইতে সৃষ্টি
পাণ্ডু সৈন্য হাহাকার করে ॥
পড়িল অনেক সৈন্য ঘন বাজে পাঞ্চজন্য
ক্রোধে কাঁপে দেব দামোদর ।
কোপেতে কমল আঁখি হইল লোহিত আঁখি
হেরি পার্থ সভয় অন্তর ॥
হেন কালে ভীষ্মবীর বলে শুন যুধিষ্ঠির
শুন ভাই শুন স্থির মনে ।
বধেছি অনেক সৈন্য হৃদয়ে হয়েছে দৈন্য
ত্বরা বধ কর মোরে রণে ॥
ভীষ্মের আদেশ পেয়ে কুন্তীসুত সুখী হয়ে
ধৃষ্টদ্যুম্নে বলেন তখন ।
সত্বর নিয়ে বাহিনী আশু হও বীরমণি
কর আজি ভীষ্ম সহ রণ ॥

ধাইল পাণ্ডব বল কাঁপে মর্ত্ত্য রসাতল
ঘন ঘন হয় শঙ্খধ্বনি।
দেবদত্ত পার্থ পুরে রৌদ্রবাণ ঘন ছাড়ে
ভয়ে কাঁপে কৌরববাহিনী।
শ্রাবণ ধারার মত বাণ বৃষ্টি অবিরত
সহস্র সহস্র বাণ ধায়।
যেন যুগান্তের যম পার্থ রণে অনুপম
চতুরঙ্গ ভয়েতে পলায়॥
দ্রোণাচার্য্য মতিমান্ হেরি ঘোর অকল্যাণ
বলিলেন আপন আত্মজে।
শুন পুত্র মহাবীর মোর মন নহে স্থির
শুন শুন ঘোর শঙ্খ বাজে॥
পাঞ্চজন্য দেবদত্ত হরে নিল সব সত্ত্ব
সত্ত্বহীন সব যোদ্ধাগণ।
বাণ নাহি ধনু ছাড়ে ধনুক খসিয়া পড়ে
বক্ষ উরু কাঁপে ঘনেঘন॥
যাও বৎস ত্বরা করে তীক্ষ্ণ বাণ নিয়ে করে
রক্ষ গিয়ে শান্তনু কুমারে।
আজি রণে দেবব্রত পার্থ করে হবে হত
বহু সৈন্য যাবে যমঘরে॥

পিতৃ আজ্ঞা পেয়ে বীর   করে নিয়ে তীক্ষ্ণ তীর
চলে গেল দেবব্রত পাশে ।
শিখণ্ডী আক্রোশ ভরে   বাণ ছাড়ে ভীষ্মোপরে
তারে হেরি কুরুবৃদ্ধ হাসে ॥
অর্জ্জুন উপরে বাণ   মারে ভীষ্ম বলবান্
ব্যথা পায় কুন্তীর তনয় ।
ধরিয়া অজেয় ধনু   বিন্ধিল ভীষ্মের তনু
ধনু তাঁর কাটে ধনঞ্জয় ॥
যত ধনু ভীষ্ম লয়   পার্থ করে হয় লয়
দেবব্রত কাঁপে ক্রোধভরে ।
অশ্বত্থামা দুঃশাসন   কৃপ শল্য দুর্য্যোধন
রক্ষা করে গঙ্গার কুমারে ॥
অভিমন্যু যুযুধান   যুধামন্যু চেকিতান
ভীমসেন পশিল সমরে ।
ভীষ্মার্জ্জুনে মহারণ   অগ্নি অস্ত্র বরিষণ
বহু সেনা যায় যমপুরে ॥
ঘন ঘন শঙ্খনাদ   চারিদিকে আর্ত্তনাদ
বাণ বৃষ্টি হয় চারিভিতে ।
পার্থের অজস্র বাণ   কুরুবৃদ্ধ ধনুষ্মান্
অক্ষম হইল নিবারিতে ॥

বুকে বাণ বিদ্ধ হল হয়ে বৃদ্ধ হীনবল
পড়ে গেল স্যন্দন হইতে।
কৌরব পাণ্ডব সব ধনু অস্ত্র ছাড়ি সব
দাঁড়াইল তাঁর চারিভিতে॥
বলে গঙ্গার তনয় শুনহে নৃপতিচয়
উপাধান আন ত্বরা করে।
লম্বিত হয়েছে শির মন মোর নহে স্থির
যোগ্য উপাধান দেহ মোরে॥
শুনি কুরু নরপতি হইয়ে ব্যাকুল অতি
ত্বরা আনে দিব্য উপাধান।
হেরি বিষণ্ণ বদন হল গঙ্গার নন্দন
বলে কোথা অর্জ্জুন ধীমান্॥
শুনিয়ে ভীষ্মের বাণী জুড়িয়ে যুগল পাণি
বলে পার্থ আজ্ঞা কর দাসে।
ভীষ্ম বলে ধনুষ্মান্ দেহ মোরে উপাধান
যোগ্যবলি যেন লোকে ঘোষে॥
আজ্ঞা পায়ে পার্থবীর ছাড়িল সুতীক্ষ্ণ তীর
তীর হল শিরে উপাধান।
যোগ্য উপাধান পেয়ে ভীষ্মদেব সুখী হয়ে
ধন্য ধন্য করিল বাখান॥

পরদিন বলে বীর মন মোর নহে স্থির
পিপাসায় হয়েছি অস্থির ।
কোথা নৃপ দুর্য্যোধন পানীয় সত্বর আন
প্রাণ মোর হতেছে বাহির ॥
আজ্ঞা পেয়ে মহাবল সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল
আনে ত্বরা ভীষ্মের সদনে ।
হেরিয়ে দুঃখীত অতি গঙ্গাপুত্র মহামতি
বলে ডাক সত্বর অর্জ্জুনে ॥
বার্ত্তা পেয়ে মহোল্লাসে পার্থ গিয়ে ভীষ্ম পাশে
বলে আজ্ঞা কর এ কিঙ্করে ।
ভীষ্ম বলে শুন বীর পিপাসায় নহি স্থির
উত্তম পানীয় দেহ মোরে ॥
শুন ভাই বীর পার্থ তুমিই একা সমর্থ
দিতে মোরে পানীয় উত্তম ।
সত্বর পানীয় দেহ হের কাঁপিতেছে দেহ
নরলোকে তুমি নরোত্তম ॥
ভীষ্ম বাক্যে পার্থবীর ছাড়িল সবলে তীর
পৃথিবী ভেদিল এক বাণে ।
ভোগবতী গঙ্গাজল করি ভীষণ কল্লোল
বেগে পড়ে ভীষ্মের বদনে ॥

হেরিয়ে কর্ম্ম অদ্ভুত হর্ষে বলে গঙ্গাসুত
ধন্য পার্থ ধন্য মহাবল।
হইনু পরম তুষ্ট সত্বর লভহ ইষ্ট
ধরা রাজ্য কর করতল॥
সবিতা দক্ষিণে হেরি গঙ্গাসুত ব্রহ্মচারী
মৃত্যু ইচ্ছা পরিত্যাগ করে।
রহে কাল প্রতীক্ষায় মৃত্যু না নিকটে যায়
রহে বীর শরের উপরে॥

দিন অষ্টপঞ্চাশত ভীষ্ম শরশয্যাগত
ধ্যান করে দেব দিবাকরে।
জিতেন্দ্রিয় মহাসত্ত্ব কে বুঝিবে তাঁর তত্ত্ব
তত্ত্বজ্ঞানী বিখ্যাত সংসারে॥
পিতার সন্তোষ তরে রাজ্য দারা অকাতরে
বিসর্জ্জন দিল যেই জন।
মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন ভৃত্য সম আজ্ঞাধীন
যাঁরে হেরি পলায় শমন॥
হইলে উত্তরায়ণ সঙ্গে নিয়ে জনার্দ্দন
ধর্ম্মরাজ গেল তাঁর পাশে।
বলে পিতামহ হের চক্রধর দামোদর
দাঁড়াইয়ে মনোহর বেশে॥

ধৃতরাষ্ট্র ভীমবীর সহদেব পার্থ ধীর
নকুল দাঁড়ায়ে পদপ্রান্তে ।
এল চান্দ্র মাঘ মাস চারিদিক সুপ্রকাশ
হের আর্য্য হের লক্ষ্মীকান্তে ॥
শুনি যুধিষ্ঠির বাণী দেবব্রত বীরমণি
চক্ষু মেলি দরশন করে ।
দূরে হেরি জনার্দ্দনে বিষম বাজিল প্রাণে
হৃদয়ে হেরিতে ইচ্ছা করে ॥

হৃদয় করিয়া স্থির গঙ্গাপুত্র মহাবীর
হৃদে ভাবে দেব নারায়ণে ।
ওহে প্রভু যদুনাথ তুমি অনাথের নাথ
নাথ হীন জেনো দীনজনে ॥
ওহে প্রভু শ্রীনিবাস আমি যে দাসের দাস
দয়া করে কর হৃদে বাস ।
ছেড়েছি সংসার বাস এবে কুরুক্ষেত্রে বাস
কৃপা করে কাট অষ্ট পাশ ॥
ধরে শারঙ্গ কোদণ্ড নষ্ট কর যমদণ্ড
হৃদে এসে দেহ মোরে দণ্ড ।
নিজ হাতে কর দণ্ড গত হল বহু দণ্ড
দগ্ধ করে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ॥

বাণে বুক ভেদ করে হের কষ্টে আঁখি ঝরে
মোর মত কেবা নিরুপায় ।
ত্বরা এস যদুরায় রাখ মোরে রাঙ্গাপায়
তোমা বিনা না হেরি উপায় ॥
শিরে মোর নাহি শর হের প্রভু দামোদর
পদ তুমি রাখ সেই স্থানে ।
তব পদস্পর্শে হরি যাব আমি ভবতরি
রক্ষা কর দুহিতা-সন্তানে ॥
হয়ে কৌরবের পক্ষে যুঝেছি তব বিপক্ষে
দয়া কর মূঢ় দুরাচারে ।
দয়ার সাগর তুমি অধম পাতকী আমি
রক্ষা কর এ দীন কিঙ্করে ॥
শুকাবে না দয়া সিন্ধু দিলে মোরে এক বিন্দু
ইন্দু সুধা দেয় সর্ব্বজনে ।
চন্দন ঘষিলে প্রভু সুগন্ধ না ছাড়ে কভু
ইক্ষু শুধু রস দিতে জানে ॥
নাহি জানি ভক্তি স্তুতি তুমি দীনহীন গতি
রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে ।
ভক্তাধীন কমলাঁখি ভীষ্ম দুঃখে ঝরে আঁখি
লক্ষ্মীসহ দেখা দিন হৃদে ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গার নন্দন
হেরিয়া আনন্দে ভাসে ।
পদে সুরধুনী করে কুলুধ্বনি
মাভৈঃ মাভৈঃ বলে হাসে ॥
চরণ সরোজে কোটী চন্দ্র রাজে
জন্মেছে জননী যথা ।
শ্রীপদে প্রণতি করে মহামতি
ভুলিল সকল ব্যথা ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছন কৌস্তভ ভূষণ
ভুবনমোহন বিভু ।
চন্দন চৰ্চ্চিত তুলসী-ভূষিত
ত্রিলোক শরণ্য প্রভু ॥
আজানুলম্বিত বাহু সুগঠিত
নাগ বিনিন্দিত রাজে ।
সিংহ পরাজিত শ্রীকটী শোভিত
বিবিধ সুন্দর সাজে ॥
বদন মণ্ডল ফুল্ল শতদল
বিমল তিলক ভালে ।
অতুল অধর ললাট প্রসর
মুকুতা শোভিছে গলে ॥

কুণ্ডল করে ঝলমল
বামেতে কমলা রাজে।
কমল নয়ন সহাস্য বদন
অভয় দুন্দুভি বাজে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
শ্রীপদ মহিমা গায়।
দেব ঋষি যত হয়ে অবনত
প্রণাম করিছে পায় ॥
হরি কমলাক্ষি বামে শোভে লক্ষ্মী
অনুপম দেহ আভা।
মূঢ় ভক্তি হীন অশক্ত এ দীন
কিঞ্চিৎ বর্ণিতে শোভা ॥
সুদর্শন করে অষ্টপাশ হরে
ভীষ্মের নাশিছে মোহ।
হর্ষে গঙ্গাসুত হেরিছে অচ্যুত
আনন্দে কাঁপিছে দেহ ॥
লক্ষ্মী বাম পাশে মৃদু মৃদু হাসে
হেরিয়া হরির দয়া।
জয় শঙ্খরব শুনি শান্তনব
ছাড়িল দেহের মায়া ॥

ধন্য ভীষ্মদেব যাঁরে বাসুদেব
দিলেন শ্রীপদ ছায়া।
অন্তকালে হেরি মধুকৈটভারি
আনন্দে ত্যজিল কায়া॥

জয়দ্রথ বধ।



সংসপ্তক যুদ্ধ শেষ গৃহে চলে গুড়াকেশ
বক্ষ উরু কাঁপে ঘনেঘনে।
করুণ ক্রন্দন করে বায়স ধ্বজেতে পড়ে
প্রাণ কেন্দে উঠে ক্ষণে ক্ষণে॥
কাতরে বলিল বীর শুন সখা যতুবীর
অমঙ্গল কেন চারিভিতে।
বল বল বল সখা কি মোর কপালে লিখা
দেহ কেন কাঁপে আচম্বিতে॥

বল বল বল হরি বল মোরে ত্বরা করি
কেমন আছেন যুধিষ্ঠির ।
দ্রোণাচার্য্য বলবান্ নিল কি তাঁহার প্রাণ
ভেবে আমি হতেছি অস্থির ॥
শুন শুন চক্রপাণি কৌরবের জয়ধ্বনি
পলাইছে পাণ্ডববাহিনী ।
কি হৈল কি হৈল রণে কেন কান্দে যোদ্ধাগণে
বল বল বল যদুমণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন ভয় ত্যজ তুমি ধনঞ্জয়
কুশলে আছেন ধর্ম্মরাজ ।
চল যাই শিবিরেতে বলিব সব পশ্চাতে
অল্প ক্ষতি হইয়াছে আজ ।
কপিধ্বজ বেগে ধায় শিবিরেতে ত্বরা যায়
রথ ত্যজে নরনারায়ণ ।
যোদ্ধাগণ পার্থে হেরে পলাইল বহু দূরে
হেরি পার্থ বিষণ্ণ বদন ॥
আকুল হইয়ে বীর গেল যথা যুধিষ্ঠির
প্রণাম করিল গিয়ে পদে ।
চারিদিকে নেহারিয়ে ভদ্রাসুতে না হেরিয়ে
বলিতে লাগিল মন খেদে ॥

কোথা অভিমন্যু মোর   বল ধর্ম্ম নৃপবর
কেন নাহি আসে মোর কাছে ।
চক্রপাণি ভগ্নীসুত   বীরত্ব যার অদ্ভুত
না হেরি জীবন মোর মিছে ॥
প্রথম যুদ্ধের দিনে   ভীষ্মেরে ভেদিল বাণে
কেটেছিল তাঁর স্বর্ণধ্বজ ।
র মধ্যে অগ্রগণ্য   অতুল দেহ লাবণ্য
বল কোথা আমার আত্মজ ॥
কেন্দে বলে যুধিষ্ঠির   শুন ভাই পার্থবীর
চক্রব্যূহে দ্রোণ করে রণ ।
মোর অনুমতি পেয়ে   অভিমন্যু গেল ধেয়ে
আরম্ভিল গুরু সহ রণ ॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ   না দিল পশিতে পথ
সবে মিলি বধেছে কুমারে ।
ত্বরা কাট মোর মাথা   দূর কর মনোব্যথা
অনুমতি দিলাম তোমারে ॥
শুনি নিদারুণ বাণী   অস্থির গাণ্ডীবপাণি
হা পুত্র বলিয়া ভূমে পড়ে ।
কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির   বক্ষ বয়ে পড়ে নীর
যোদ্ধাগণ হাহাকার করে ॥

কতক্ষন পরে জ্ঞান লভি পার্থ মতিমান্
বলে বীর মহা ক্রোধভরে ।
সৈন্ধবে বধিব আমি শুন শুন ধরাস্বামী
যদি নাহি যায় যুদ্ধ ছেড়ে ॥
তোমার শরণ নেয় কিম্বা কৃষ্ণ ক্ষমা দেয়
তবে রক্ষা পাইবে দুর্ম্মতি ।
নতু কল্য তীক্ষ্ণ শরে পাঠাইব যমপুরে
স্বচক্ষে হেরিবে তার গতি ॥
কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে হেরিবে কৌরব সর্ব্বে
জয়দ্রথ শূন্য এই ধরা ।
কর্ণ দ্রোণ দূর্য্যোধন কান্দিবেক সর্ব্বজন
নেত্রনীরে ভাসিবেক ধরা ॥
যদি না বধিতে পারি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি
জীবন ত্যজিব শুন সবে ।
শুন শুন যোদ্ধাগণ এই মোর দৃঢ়পণ
কল্য প্রাতে রণে যেতে হবে ॥
ইহা বলি মহাবল গাণ্ডীবে টঙ্কার দিল
শব্দ উঠে ভেদিয়া আকাশ ।
ভীম করে সিংহনাদ দূর হৈল অবসাদ
কুরুবুকে উঠে নাভিশ্বাস ॥

ভীষণ তুমুল শব্দ কুরুসৈন্য হৈল স্তব্ধ
জয়দ্রথ শয্যা ছেড়ে উঠে ।
ধেয়ে গেল নৃপবর যথা কুরু নরবর
ভাবে মনে কপালে কি ঘটে ॥

শ্রীহরি চিন্তিত অতি অর্জ্জুন কারণ ।
পাঠালেন ত্বরা করি দূত একজন ॥
কি মন্ত্রণা করিতেছে রাজা দুর্য্যোধন ।
জানিতে করেন বাঞ্ছা দেবকী নন্দন ॥
দূতবর তত্ত্ব জানি ত্বরায় ফিরিল ।
দূত বাক্য শুনি হরি প্রমাদ গণিল ॥
শ্রীহরি বলেন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
হইবে কৌরব সহ ভীষণ সমর ॥
চতুর্ব্বিংশ ক্রোশ ব্যূহ কৌরব করিবে ।
পূর্ব্বার্দ্ধ শকটাকার পরে পদ্ম হবে ॥
পদ্ম মধ্যে সূচীব্যূহ অদ্ভুত গঠন ।
তথা রবে জয়দ্রথ মহারথিগণ ॥
কর্ণ আদি ছয় বীর রবে সেই স্থানে ।
ব্যূহ মুখে দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা সনে ॥
করেছ প্রতিজ্ঞা তুমি না জিজ্ঞাসি মোরে ।
চল পুনঃ যুক্তি করি ডাকিয়ে সবারে ॥

ছয়জন মহারথী সমরে প্রখর ।
ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য দ্বিতীয় ভাস্কর ॥
কি রূপে সৈন্ধবে বধ করিবে হে বীর ।
তাই ভাবি মন মোর হতেছে অস্থির ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শেষ গর্জ্জি উঠে গুড়াকেশ
বলিতে লাগিল দম্ভ ভরে ।
শুন শুন চক্রপাণি সুরাসুরে নাহি গণি
হের হের পাশুপত করে ॥
হের হের ব্রহ্মশির ইন্দ্রজাল অস্ত্র সৌর
হের হের সম্মোহন বাণ ।
হের অঞ্জলিক অস্ত্র কেন সখা হলে ব্যস্ত
কল্য নিব জয়দ্রথ প্রাণ ॥
হের হের শব্দভেদী কুরুব্যূহ যাব ভেদি
শত বজ্র আছে মোর তূণে ।
কুরু নাহি অস্ত্র জানে কি সাধ্য দাঁড়াবে রণে
কেন চিন্তা কর অকারণে ॥
দেবদত্ত রথ মোর সারথী শ্রীদামোদর
অজেয় গাণ্ডীব ধনু করে ।
অক্ষয় যুগল তূণ ধ্বজে পবন নন্দন
কার সাধ্য জিনিবে আমারে ॥

শুন সখা চক্রপাণি প্রভাতা হলে যামিনী
নিয়ে এস স্যন্দন আমার ।
কল্য মহাযুদ্ধ হবে যাও সখা যাও এবে
কল্য প্রাতে আসিও আবার ॥
উত্তরা ভদ্রারে শান্তি দেও গিয়ে নীলকান্তি
প্রবোধিও দ্রুপদ সুতায়ে ।
সান্ত্বনা দানিয়ে সবে বল গিয়ে নরদেবে
কোন চিন্তা নাহিক সমরে ॥
পার্থবাক্যে যদুবর চলে গেল অন্তঃপুর
প্রবোধ দানিল সর্ব্ব জনে ।
পুনঃ গেল হৃষীকেশ যথা বীর গুড়াকেশ
তোলপাড় করিতেছে মনে ॥
অর্জ্জুনের শয্যা রচি বলে শুন সব্যসাচী
নিদ্রা যাও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে ।
শৈববলি পার্থ দিল কৃষ্ণে গন্ধমাল্য দিল
ভক্তিভরে আনন্দিত হয়ে ॥
শিবিরেতে দ্বারী রাখি চলে গেল কমলাঁখি
ত্বরা গেল আপন শিবিরে ।
বিশ্বের বিধাতা হরি অন্য চিন্তা পরিহরি
অর্জ্জুনের ইষ্ট চিন্তা করে ॥

যোগবলে হৃষীকেশ হরে নিল সব ক্লেশ
তেজ বৃদ্ধি হল পার্থবীরে।
ব্যাসমন্ত্র হৃদে স্মরি এথায় গাণ্ডীব ধারী
নিদ্রাঘোরে হেরে দামোদরে ॥
হেরে পার্থ কৃষ্ণ সনে গেল কৈলাস ভুবনে
প্রণমিল দোঁহে মৃত্যুঞ্জয়ে।
ভোলানাথ হয়ে তুষ্ট বলে পূরিবেক ইষ্ট
দোঁহে আসে আনন্দিত হয়ে ॥
রজনী শেষ প্রহর নিদ্রা ত্যজি দামোদর
দারুকেরে বলেন তখনি।
মোর রথ সাজ করি হইয়ে কবচধারী
এস সূত পোহাতে যামিনী ॥
মোর ধনু অস্ত্র তূণ শার্ঙ্গ চক্র সুদর্শন
সব তোল রথের উপরে।
আর্ষভ পূরিত ধ্বনি শুনা মাত্র রথখানি
নিয়ে কাছে যাবে ত্বরা করে ॥
যদি পার্থ ন্যূন হয় করিব কৌরবে জয়
শুন সূত শুন হয়ে স্থির।
পত্নী পুত্র ধনজন কেহ পার্থ তুল্য নন
পার্থ মোর অর্দ্ধেক শরীর ॥

পার্থশূন্য ধরা ভূমি কভু না হেরিব আমি
হেরিতে নারিব কদাচন ।
কভু নাহি তাহা হবে জয়দ্রথ ক্ষয় পাবে
কার সাধ্য করে নিবারণ ॥
দারুক বিনয়ে কয় তুমি প্রভু দয়াময়
ভক্তাধীন জানে ত্রিজগতে ।
বিজয়ের জয় জন্য রথ সজ্জা করি ধন্য
হব আমি রজনী প্রভাতে ॥
দারুকের বাক্য শেষ রজনী হইল শেষ
শয্যা ত্যজি উঠে নৃপবর ।
স্নান দান সন্ধ্যা পূজা সমাপন করি রাজা
ত্বরা গেল সভার ভিতর ॥
দূত বলে নরহরি দ্বারেতে দাঁড়ায়ে হরি
বলে নৃপ আন ত্বরা করে ।
প্রধান আসন আন আসিতেছে জনার্দ্দন
আন তাঁরে বহু সমাদরে ॥
পরে ধর্ম্ম আজ্ঞা পেয়ে সবে আনন্দিত হয়ে
ভীম আদি বসিল সভায় ।
যার যার যোগ্য স্থানে বসে সবে হৃষ্ট মনে
প্রণাম করিয়া ধর্ম্ম পায় ॥

আহ্নিকাদি শেষ করি চক্রধরে হৃদে স্মরি
তথা গেল পার্থ বীরবর।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পদধূলি শিরে ধরি
দাঁড়াইল যুড়ি দুই কর॥
ধর্ম্ম আনন্দিত হয়ে ত্বরা আসন ত্যজিয়ে
অর্জ্জুনেরে দিল আলিঙ্গন।
বলে ধর্ম্ম হৃষ্টমনে তুষ্ট হেরি জনার্দ্দনে
ফুল্ল হেরি তোমার বদন॥
রণে তব হবে জয় জয়দ্রথ হবে ক্ষয়
পরম বিজয় হবে রণে।
পার্থ বলে নতশিরে স্বপ্নে দেখিয়াছি হরে
কৃষ্ণ সনে আনন্দিত মনে॥
শুনিয়ে অদ্ভুত কথা সবে ভূমে রাখি মাথা
প্রণমিল শঙ্কর চরণে।
সবে বলে জয় জয় জয়দ্রথ পাবে লয়
আজ্ঞা দেহ ত্বরা যাই রণে॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা দিল যোদ্ধাগণ বাহিরিল
কৃষ্ণ পার্থ শিবিরেতে আসে।
সারথীর সাজ পরি হরি অশ্বরশ্মি ধরি
রথ নিয়ে গেল পার্থ পাশে॥

হৃদে ভাবি নীলতনু করে নিয়ে অস্ত্র ধনু
বিজয় আনন্দে রথে বসে ।
শঙ্খ ধ্বনি করি হরি চালাইলা অশ্ব চারি
সৈন্ধব মুকুট পড়ে খসে ॥
পক্ষীগণ আগে চলে আহার মিলিবে বলে
অনুকূল প্রভঞ্জন ধায় ।
চারিদিকে সুমঙ্গল হেরি পার্থ হৃষ্ট হল
রথবর বায়ুবেগে ধায় ॥
ধ্বজে ভয়ঙ্কর ধ্বনি জিনি শত বজ্রধ্বনি
ধনুক টঙ্কার ঘোর রব ।
অশ্বগণ হ্রেষারব ঘোরতর শঙ্খরব
চারিশব্দে কাঁপিল কৌরব ॥
শরপাত স্থানে হয় রাখে দেবকীতনয়
ব্যূহ হেরে ধনঞ্জয় কয় ।
রথ লহ জনার্দ্দন যথা আছে দুর্ম্মর্ষণ
যথা হের বহু হস্তী হয় ॥
গজ সৈন্য ভেদ করি ব্যূহেতে পশিব হরি
চল সখা বিলম্ব না কর ।
তোমার প্রসাদে হরি নাশিব পুত্রের অরি
চল চল চল দামোদর ॥

শ্রীহরি চালায় হয় ধনু ধরে ধনঞ্জয়
গগন ছাইয়া বাণ আসে।
বহিল রক্তের নদী ভাসে নর গজ সাদি
দুর্ম্মর্ষণ পলাইল ত্রাসে॥
মহারোষে বৃদ্ধ দ্রোণ রণে হল আগুয়ান
আগু হয়ে আগুলিল পথ।
দ্রোণেরে প্রণাম করি বলিল গাণ্ডীবধারী
আজ্ঞা দেহ চালাইব রথ॥
তোমার প্রসাদে আমি নাশিব সৌবির স্বামী
আশীষ করহ কৃপাধার।
হেসে দ্রোণবীর কয় যুদ্ধ কর ধনঞ্জয়
জয়দ্রথ রক্ষিত আমার॥
ইহা বলি দ্রোণবীর ছাড়িল ভীষণ তীর
গুরুশিষ্যে বাজিল সমর।
অগ্নিবাণ সর্পবাণ ব্রহ্মঅস্ত্র রুদ্রবাণ
দোঁহে বর্ষে দোঁহার উপর॥
বহুক্ষণ হল রণ বলে দেবকী নন্দন
চল সখা বিলম্ব না সহে।
হরিবাক্যে হর্ষ মনে প্রদক্ষিণ করি দ্রোণে
ব্যূহপথে পলাইল দোঁহে॥

দ্রোণ বলে হে বিজয় না করিয়া মোরে জয়
কেন তুমি পলাও আহবে ।
শুনহে বিজয় বৎস কুরুবংশ অবতংস
অপযশঃ কেন রাখ ভবে ॥
পার্থ বলে তুমি গুরু শিষ্য বাঞ্ছা কল্পতরু
কভু তুমি শত্রু নহ মোর ।
আমি তব প্রাণাধিক পুত্র অশ্বত্থামাধিক
তুমি মোর পিতার সোসর ॥
কে আছে এ ত্রিভুবনে তোমারে সমরে জিনে
তব নামে কাঁপে ইন্দ্র হর ।
দয়া করে দিলে দীক্ষা তাতে হল বাণ শিক্ষা
কিবা সাধ্য করিব সমর ॥
ইহা বলি ছাড়ে অস্ত্র কুরুসৈন্য হৈল ব্যস্ত
চারিদিকে উঠে ঘোরনাদ ।
মিলে সব যোদ্ধাগণ করে বাণ বরিষণ
পার্থে বেড়ি করে সিংহনাদ ॥
দ্রোণাচার্য্য পাছু ধায় পার্থেরে দেখিতে পায়
বাণ বৃষ্টি করে ক্রোধভরে ।
হেরিয়া দ্রোণের মন্যু পলাইল যুধামন্যু
উত্তমৌজা সভয় অন্তরে ॥

চক্র রক্ষক পলাল হেরি পার্থ মহাবল
দুহাতে গাণ্ডীব ধরে বলে ।
দ্রোণ বাণ নাশ করি ভোজরাজে মুগ্ধ করি
পদ্মব্যূহে পশিল সবলে ॥
পবন গরুড় বেগে কপিধ্বজ যায় আগে
কুরুসৈন্য ভীত হয়ে রয় ।
দ্রোণ না ধরিতে পারে কপিধ্বজ বহু দূরে
ধন্য মানি স্তব্ধ হয়ে রয় ॥
যদি ব্যূহমুখ ছাড়ে ভীমসেন গদা করে
করে দিবে কুরুব্যূহ ক্ষয় ।
ইহা ভাবি দ্রোণবীর করিতে না পারে স্থির
কিরূপে সমরে হবে জয় ॥
সহস্র সহস্র বাণ করে পার্থ সুসন্ধান
পদ্মব্যূহ ভঙ্গ হয়ে যায় ।
হেরিয়ে দুঃখীত অতি দূর্য্যোধন কুরুপতি
দ্রোণ পাশে দুঃখ ভরে যায় ॥
বলে হের হের আর্য্য হের অর্জ্জুনের কার্য্য
জয়দ্রথ রক্ষা নাহি পাবে ।
পদ্মব্যূহ চুরমার পার্থ গতি অ-নিবার
বল গুরু কি উপায় হবে ॥

দ্রোণ বলে দুর্য্যোধন তুমি কর গিয়ে রণ
অর্জ্জুন অজেয় ত্রিভুবনে ।
পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি শুন নাই ধরাস্বামী
কেন মোরে নিন্দ অকারণে ॥
হের হের রথ গতি রশ্মিধারী যদুপতি
পার্থ তাঁর প্রাণের সমান ।
কৃষ্ণদ্বয় ক্রোধভরে জগত দহিতে পারে
আজি নিবে সবাকার প্রাণ ॥
যদি ব্যূহমুখ ছাড়ি ভীমসেন গদাধারী
ব্যূহ ভাঙ্গি নিবে সূচীব্যূহে ।
ব্যূহ অগ্রে বৃকোদর মধ্যে পার্থ দামোদর
দুই দিকে কুরুসৈন্য দহে ॥
বলে নৃপ দুর্য্যোধন কিরূপে করিব রণ
বল গুরু ক'রে মোরে দয়া ।
চিন্তিয়া বলিল দ্রোণ তুমি কর গিয়ে রণ
কবচে আবৃত করি কায়া ॥
অভেদ্য কবচ দিব হেরিবে পাণ্ডব সব
দুর্য্যোধন যুঝে পার্থ সনে ।
ইহা বলি দ্রোণাচার্য্য সাধিতে কৌরব কার্য্য
কবচ পরাল দুর্য্যোধনে ॥

মন্ত্র পড়ি ভারদ্বাজ অঙ্গ করে দিল সাজ
দূর্য্যোধন পুলক অন্তরে।
ধেয়ে গেল মহাবেগে দাঁড়াইল পার্থ আগে
বলে পার্থ যুদ্ধ দেহ মোরে॥
পার্থবীর বাণ ছাড়ে কবচে ঠেকিয়া পড়ে
কৃষ্ণ বলে একি ধনঞ্জয়।
নাহি কি বাহুতে বল অস্ত্র গেল রসাতল
বিপরীত হেরি লাগে ভয়॥
হেসে বলে ধনঞ্জয় শুন সখা রসময়
কবচে আবৃত ওর অঙ্গ।
ভারদ্বাজ ইহা জানে পরায়েছে দুর্য্যোধনে
কেন রঙ্গ করিছ ত্রিভঙ্গ॥
বিধান জানেনা রাজা হের করিতেছি সাজা
ইহা বলি বাণ এক নিল।
অশ্বত্থামা দূর হৈতে বাণ মারে আচম্বিতে
অর্জ্জুনের বাণ কেটে দিল॥
মহাকোপে কুন্তীসুত বাণ এড়ে অবিরত
দূর্য্যোধন রথ কাটি পাড়ে।
রথের সারথী মারে ধ্বজ কেটে ফেলে শরে
দূর্য্যোধন ভূমিতলে পড়ে॥

হস্তের তালুতে শর মারে পার্থ বীরবর
দুর্য্যোধন গড়াগড়ি যায় ।
হত হৈল কুরুমণি উঠে চারিদিকে ধ্বনি
সব সৈন্য পার্থ পানে ধায় ॥
সব সৈন্য হল ক্রুদ্ধ পার্থ সহ মহাযুদ্ধ
গাণ্ডীবের ধ্বনি লোপ পায় ।
উঠে পাঞ্চজন্য ধ্বনি জিনি শতেক অশনি
শুনি ধর্ম্ম হল মৃতপ্রায় ॥
চারিদিকে নেহারিয়ে ধনঞ্জয়ে না হেরিয়ে
পাঠাইলা ত্বরা যুযুধানে ।
কতক্ষণ পরে ধর্ম্ম ভাবিয়া উচিত কর্ম্ম
পাঠাইলা বীর ভীমসেনে ॥
যুযুধান বৃকোদর ধনঞ্জয় যদুবর
চারিবীর একত্র মিলিল ।
ভূরিশ্রবা হত হল কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল
আর্ত্তনাদ গগনে উঠিল ॥
ক্লান্ত হেরি অশ্ব চারি অর্জ্জুন গাণ্ডীবধারী
ভূমে নামি সমর করিল ।
অশ্বশ্রম দূরে গেল কৃষ্ণ রথ নিয়ে এল
পুনঃ পার্থ রথেতে উঠিল ॥

সবেগে চলিল রথ ক্ষণে উত্তরিল পথ
পার্থ হেরি রাজা জয়দ্রথে ।
দুহাতে সন্ধান পুরে সূচীব্যূহ চূর্ণ করে
কর্ণ আসি দাঁড়াইল পথে ।
দ্রৌণী কর্ণ দুঃশাসন আদি বীর ছয়জন
মহারোষে বাণ বৃষ্টি করে ।
জয়দ্রথ বাণ ছাড়ে পার্থ বাণে কেটে পাড়ে
পার্থোপরে সবে বাণ মারে ॥
অস্ত্রবৃষ্টি অনিবার বাণে হৈল অন্ধকার
ছয় রথী সিংহনাদ করে ।
কোপে পার্থ হল পূর্ণ ছাড়িল ঐন্দ্রাস্ত্র তূর্ণ
অন্ধকার দূর করে শরে ॥
পার্থে বলে জনার্দ্দন যুদ্ধে তুমি দেহ মন
সূর্য্যদেব ত্বরায় ডুবিবে ।
নাহি আর বেশী বেলা যুদ্ধে নাহি কর হেলা
তীক্ষ্ণ বাণ ছাড় তুমি এবে ॥
শুন শুন ধনঞ্জয় ছাড় তীক্ষ্ণ অস্ত্রচয়
নহে ইহা বিশ্রাম সময় ।
কৃষ্ণ বাক্যে নিবাতারি রথিগণে লক্ষ্য করি
কোপে এড়ে অগ্নিঅস্ত্র চয় ॥

পলাইল ছয় রথী　　　　হইয়ে নিজে সারথী
রণ ছাড়ি যোদ্ধারা পলায় ।
নিতে জয়দ্রথ প্রাণ　　　　পার্থ নিল হাতে বাণ
জয়দ্রথ পানে ঘন চায় ॥
কৃষ্ণ বলে শুন বীর　　　　ভূমে না ফেলিহ শির
শির ফেল বৃদ্ধক্ষত্র ক্রোড়ে ।
কুরুক্ষেত্র বহির্ভাগে　　　　বৃদ্ধক্ষত্র আছে যোগে
তথা শির ফেল শরে শরে ॥
মৃদু হাসি পার্থবীর　　　　ছাড়িল বহুল তীর
তীরে তীরে শির শূন্যে চলে ।
বৃদ্ধক্ষত্র ক্রোড়ে পড়ে　　　　উঠে রাজা ধ্যান ছেড়ে
ভূমিতলে শির দিল ফেলে ॥
রাজা হল প্রাণশূণ্য　　　　সবে বলে ধন্য ধন্য
জয় জয় কুন্তীর কুমার ।
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা　　　　যাঁরে ইন্দ্র দিল দীক্ষা
সদা হরি সহায় যাহার ॥
যদি রাখে জনার্দ্দন　　　　কি করিবে দুষ্টজন
দুর্জ্জননাশন দেব হরি ।
চক্রী-চক্র ভেদ করে　　　　হেন শক্তি কেবা ধরে
যাঁর নামে যমভয়ে তরি ॥

বিপদে সম্পদ হরি সম্পদে ভুলনা হরি
হরি হরি সব নিবে হরি ।
হরিনাম সব হরে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ হরে
ভবার্ণবে হরিই কাণ্ডারী ॥
ছেড়না ছেড়না হাল সদাই আছে জঞ্জাল
জঞ্জালে হইবে পাপক্ষয় ।
দৃঢ় ভাবে হরিবল নৌকা নাহি যাবে তল
অসময়ে আসে দয়াময় ॥
অসময়ে হরি বন্ধু তখনি দয়ার সিন্ধু
সুসময়ে বিন্দু নাহি দেয় ।
শৌরি যদুকুল ইন্দু তেজে জিনে রবি ইন্দু
পাপ তাপ সব হরে নেয় ॥

প্রভাস যজ্ঞ।



দ্বারকার সিংহাসনে প্রভু চক্রপাণি।
বাম ভাগে হেমাসনে ভীষ্মকনন্দিনী॥
বিদ্যুৎবরণী ধনী কৃষ্ণ জলধর।
দোঁহার রূপেতে মোহে দোঁহার অন্তর॥
হাস্য পরিহাস আর প্রেম সম্ভাষণ।
প্রেমেতে বিভোর দোঁহে প্রেমে মুগ্ধমন॥
হেসে কন কৃষ্ণচন্দ্র শুন চন্দ্রাননে।
যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা হৈল মোর মনে॥
প্রভাস সুপুণ্য তীর্থ রমণীয় স্থান।
যজ্ঞ ভূমি তথা এক করিয়া নির্ম্মাণ॥
তোমার সহিত যজ্ঞ করিব তথায়।
বল প্রিয়ে এতে তব কিবা অভিপ্রায়॥
কৃষ্ণ বাক্যে হরষিতা প্রদ্যুম্ন জননী।
বলে যাহা তব ইচ্ছা প্রভু চক্রপাণি॥
তব পদ শিরে ধরি ধন্য এ জীবন।
নতু মোর নারী দেহে কিবা প্রয়োজন॥

শুনিয়ে হইয়ে সুখী করি আয়োজন ॥
নারদে বলেন হরি কর নিমন্ত্রণ ।
দেবাসুর নাগ নরে আছে যত জন ।
যজ্ঞ বার্ত্তা দেহ তুমি ভ্রমিয়া ভুবন ॥
বৃন্দাবনে যাইবার নাহি প্রয়োজন ।
ব্রজবাসী মোর প্রাণ জানে সর্ব্বজন ॥
নিমন্ত্রিয়া মুনিবর ত্বরায় ফিরিল ।
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ করে ত্রিলোক মিলিল ॥
শ্রীদাম সুদাম স্তোক অর্জ্জুন ধীমান্ ।
ধাম বসুধাম মধু সখা অংশুমান ॥
উপনীত যজ্ঞস্থানে দ্বারপাল রোধে ।
শ্রীদাম সুদাম আদি পড়িল বিপদে ॥
বলে কোথা ভাই কানু দ্বারকার রাজা ।
কি দোষে মোদেরে তুমি দিতেছ রে সাজা ॥
গোপালনন্দন তুই চরাস্ গো-পাল ।
গো-পালের সনে সদা গোপাল রাখাল ॥
গোপাল হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে রে ভূপাল ।
গোপালের পদরজে পবিত্র ভূপাল ॥
গোপাল বিহনে যজ্ঞ হয় না ভূপাল ।
গোপালে অবজ্ঞা হলে রুষ্ট লোকপাল ॥

ভূপাল ভূপাল হয় গোপাল দেবতা।
গোপালে ধরিয়ে বক্ষে ধন্য বসুমাতা॥
ছিলে যবে গোপকুলে গোপের ভবনে।
ইন্দ্রে অতিক্রমি তুমি পূজ গোবর্দ্ধনে॥
রুষ্ট হয়ে পুরন্দর শিলাবৃষ্টি করে।
গোকুল রাখিলে গিরি ধরে বাম করে॥
ভয় পেয়ে পুরন্দর মাগে পরাজয়।
এবে কেন ইন্দ্রে পূজ পেয়েছ কি ভয়॥
ছিলে যবে বৃন্দাবনে মোদের সংহতি।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেব করিত যে স্তুতি॥
এবে কেন দেবে পূজ বল নন্দলাল।
ভয় নাই পুনঃ ব্রজে চলহ গোপাল॥
চল ত্বরা বৃন্দাবনে যথা গোবর্দ্ধন।
গিরিধারী হেরে ভীত হবে দেবগণ॥
এসেছি হেথায় মোরা হেরিতে তোমারে।
না হেরিয়া পুনঃ মোরা নাহি যাব ঘরে॥
প্রহার করুক দ্বারী যায় যাবে প্রাণ।
পুনঃ ব্রজে নাহি যাব না হেরিয়ে কান॥
ইহা বলি সখাগণ ডাকে কানু কানু।
চঞ্চল দ্বারকানাথ কাঁপে বক্ষ তনু॥

নেত্রবারি অনিবারি বুক ভেসে যায়।
হেরিয়ে রুক্মিণী দেবী করে হায় হায় ॥
যজ্ঞ বুঝি নষ্ট হল বিধি বিড়ম্বন ।
কি অভাবে এই ভাব ধরে নারায়ণ ॥
যজ্ঞেশ্বরে যজ্ঞে পূজে ত্রিলোকের জন ।
যজ্ঞেশ্বর কারে পূজে না বুঝি কারণ ॥
কাজ নাই মোর যজ্ঞে করিহে মিনতি ।
চল শীঘ্র চক্রপাণি পুরী দ্বারাবতী ॥
কিছু না বলিয়ে কৃষ্ণ মৌন হয়ে রয় ।
হেরিয়ে ভীষ্মক সুতা ব্যথিতা হৃদয় ॥
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ বৃষভানু সুতা ।
ললিতা বিশাখা আর শ্যামা কুন্দলতা ॥
সবে আসি যজ্ঞ-ভূমে উপনীতা হৈল ।
দৌবারিক দ্বার রাখে পথ নাহি দিল ॥
বলে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু গোপীজনপতি ।
দ্বারপাল হাতে হের মোদের দুর্গতি ॥
সবে জানে কৃষ্ণ চন্দ্র যশোদানন্দন ।
পীত ধড়া শিরে চূড়া মুরলীবদন ॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর হরি বনমালা গলে ।
মূরলী নিস্বনে যাঁর ভানুসুতা ভুলে ॥

গোপালপালন হরি গোপালনন্দন ।
গোপীজনপ্রিয় হরি গোপিকারমণ ॥
গোকুল-ভূষণ হরি গোকুল-জীবন ।
রাধা-প্রেমে সদা বাধা জানে জগজ্জন ॥
গোপাল গো-পাল ছাড়ি হয়েছে ভূপাল ।
দ্বারকায় রাজা হরি রাখে দ্বারপাল ॥
দ্বারী তার পথ রোধে করে অপমান ।
গোপিকাবল্লভ কৃষ্ণ হারায়েছে জ্ঞান ॥
রাধাপ্রেম ভুলে গেছে পাইয়ে রাজত্ব ।
ভুলে গেছে দাসখত রাধার দাসত্ব ॥
ধরিব বলেতে দাসে কি করিবে দ্বারী ।
মোদের জীবন কৃষ্ণ জানে জগৎ ভরি ॥
এত বলি গোপীগণ কৃষ্ণে ঘন ডাকে ।
যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ ভূমে পড়িল বিপাকে ॥
থর থর কাঁপে হিয়া প্রাণ উচাটন ।
রুক্মিণী বলেন নাথ একি বিড়ম্বন ॥
কেন ঘন ঘন কাঁপ যজ্ঞে নাহি মন ।
কোন্ স্থানে যেতে ইচ্ছা বল বিবরণ ॥
কেহ বুঝি ডাকিতেছে ব্যথা পেয়ে হৃদে ।
আকুল করিল বুঝি ভক্তি বাণে বিঁধে ॥

নিরুত্তর কৃষ্ণচন্দ্র উদাসীনপ্রায় ।
বক্ষ কাঁপে ঘন যেন প্রাণ বাহিরায় ॥
অন্য দ্বারে নন্দরাণী নিয়ে সর ননী ।
বলে কোথা কোলে এস বাপ যাদুমণি ॥
নন্দ বলে কোথা বাপ কোথারে গোপাল ।
দেখি নাহি তোরে বাপ গেছে বহুকাল ॥
দ্বারপাল দ্বার রাখে না দেয় পশিতে ।
হা কৃষ্ণ বলিয়া রাণী বসিল ভূমেতে ॥
কোথা বাপ নীলমণি এস ত্বরা করি ।
বিলম্বে যশোদা প্রাণ যাবে দেহ ছাড়ি ॥
আকুল আহ্বানে কৃষ্ণ রহিতে না পারে ।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় হরি রুক্মিণীরে ছেড়ে ॥
ধেয়ে গিয়ে বন্দিলেন যশোদা চরণ ।
আনন্দে বিহ্বল রাণী হেরে চন্দ্রানন ॥
হাতে নিয়ে সর ননী দেয় রাণী মুখে ।
মা মা বলে কৃষ্ণচন্দ্র ঘন ঘন ডাকে ॥
যত আছে ভক্ষ্যদ্রব্য সংসার ভিতরে ।
তোমার হাতের ননী সবার উপরে ॥
উদর ভরিল মাগো আর খেতে নারি ।
জীবন হইল ধন্য তব পদ হেরি ॥

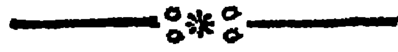
যশোদা প্রবোধি কৃষ্ণ অন্য দ্বারে যায় ।
হেরে গোপীগণ সব ধরাতে লুটায় ॥
গোপীগণে হেরি মনে পড়ে বৃন্দাবন ।
যমুনাপুলিন আর নিকুঞ্জ কানন ॥
রাধা-প্রেম-ধারা বহে নেত্রে বহে বারি ।
রাধা রাধা বলে হরি আপনা পাশরি ॥
ভেবনা ভেবনা রাধা আছি প্রেমে বাঁধা ।
কার সাধ্য দিতে পারে তব প্রেমে বাধা ॥
রুক্মিণী কালিন্দী আদি যাদবরমণী ।
সদা ইচ্ছে পেতে তব চরণ দুখানি ॥
রমণীর শিরোমণি প্রেমের প্রতিমা ।
তব পদ নখ নিন্দে শারদ চন্দ্রমা ॥
কার সাধ্য বর্ণিবারে তোমার মহিমা ।
বেদ বিধি নাহি পারে করিতে সে সীমা ॥
মোর চক্রে ঘুরে যত জগতের জন ।
তব চক্রে ঘুরি প্রিয়ে আমি অনুক্ষণ ॥
যটচক্রে মুনিগণ মোরে নাহি পায় ।
তব পদ যেই ভাবে সেই মোরে পায় ॥
তব কুণ্ডে যেই জন করে স্নান দান ।
বিনা মূলে কৃষ্ণে কিনে সেই ভাগ্যবান্ ॥

যাহা ইচ্ছা মনে লয় করহ ভর্ৎসন ।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছি মেল দুনয়ন ॥
উঠ উঠ ত্বরা করি উঠ গোপীগণ ।
কালিন্দী পুলিনে সদা করি যে ভ্রমণ ॥
গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গোপীগত প্রাণ ।
সাধ্য নাহি ব্রজ ছেড়ে যেতে অন্যস্থান ॥
কৃষ্ণ বোলে গোপীগণ উঠে ভূমি হৈতে ।
শিরে চূড়া নাহি হেরি ব্যথা পেল চিতে ॥
পীত ধটি আটি কটী মুরলী বদন ।
বনমালা বিভূষিত ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কৃষ্ণচন্দ্রে রাজবেশ হেরি হয়ে দুঃখী ।
অন্য কেহ হবে ভাবি ফিরাইল আঁখি ॥
ফাঁফরে পড়িয়া কৃষ্ণ হরে নিল মন ।
গোপীগণ হেরে কৃষ্ণে মদনমোহন ॥
কৃষ্ণে হেরি মনে পড়ে নিত্য বৃন্দাবন ।
ভাবে যদি এথা হত নিকুঞ্জ কানন ॥
যমুনা বহিত যদি হত বংশীধ্বনি ।
ধন্য তবে হইতাম হেরে গুণমণি ॥
গোপীগণে প্রবোধিয়া কৃষ্ণ বেগে ধায় ।
শ্রীদাম সুদাম আদি কান্দিছে যথায় ॥

ধেয়ে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র ধরে শ্রীদামেরে ।
হাসিয়া শ্রীদাম কৃষ্ণে নিল বক্ষোপরে ॥
সব সখাগণ মিলি দিল আলিঙ্গন ।
বলে ভাই ফেলেদে রে এ রাজভূষণ ॥
ভুবনসুন্দর তুই এবেশে না সাজে ।
শারদ চন্দ্রমা যার পদতলে রাজে ॥
কুৎসিত করেছ দেহ পরে রাজবেশ ।
এ বেশ ত বেশ নয় পর সেই বেশ ॥
যেই বেশে ভূলে যায় ত্রিলোকের জন ।
তরু লতা গুল্ম ভূলে ভূলে পশুগণ ॥
যেই বেশে ধেনু বৎস তৃণ ছাড়ি চায় ।
যেই বেশ হেরিবারে ভানুসুতা ধায় ॥
যেই বেশ মুনিগণ ধ্যান ছাড়ি চায় ।
যেই বেশ হেরে হর পাগলের প্রায় ॥
কাল আসিবে বলে রে গেলে মধুপুরী ।
বহুকাল গত হল শুন বংশীধারী ॥
বেনুধর চল আজি আমাদের সাথে ।
পথশ্রম হলে ভাই নিব তোরে মাথে ॥
যদি নাহি যেতে পার অরে ভাই কান ।
দ্বারপালে কর আজ্ঞা নিয়ে যাক প্রাণ ॥

কি উত্তর দিবে কৃষ্ণ ভাবিয়া না পায় ।
মায়া প্রকাশিয়া হরি মোহিল সবায় ॥
বিনয় বচনে হরি সবে প্রবোধিয়া ।
যজ্ঞ পূর্ণ করিলেন যজ্ঞভূমে গিয়া ॥
হরি হরি বল সবে হরি হরি বল ।
বিপদে সম্পদে সদা হরিই সম্বল ॥
সম্পদে ভুলিলে হরি পড়িবে বিপদে ।
বিপদে পড়িলে সদা ভাব তাঁরে হৃদে ॥
বিপদবারণ হরি নিরানন্দহারী ।
আনন্দে রহিবে সদা ভাব পদতরী ॥

কৃপাকর ।



স্তোত্র ।



'শ্রী'শ শূরসুতাত্মজ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
'হ'রপ্রিয় হরনাথ হরি জনার্দ্দন ॥
'রে'বতীরমণানুজ দেব চক্রপাণি ।
'ন'রসখা নারায়ণ শ্যাম চিন্তামণি ॥
'দ্র'বময়ী পিতা বিভু অনাদি ঈশ্বর ।
'কে'শব করুণাসিন্ধু গোবিন্দ শ্রীধর ॥
'কৃ'ষ্ণ বিষ্ণু কৃপাময় ভকত বৎসল ।
'পা'তকিতারণ নাথ অনাথ সম্বল ॥
'ক'ংসারি মুরারি প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
'র'ক্ষ হে হরেন্দ্রে সদা পতিতপাবন ॥

করুণা কর মাধব দীনগতি ।
নন্দদুলাল গোপাল গোপীপতি ॥
পীতবসন শিরসি শিখিপাখা ।
শ্যামসুন্দর নাগর ভঙ্গীবাঁকা ॥

নবনীরদবরণ নীলমণি ।
করুণাময় চিন্ময় চিন্তামণি ॥
বিশ্বপাবন পালন বিশ্বপতি ।
জগদীশ্বর সংহর পাপমতি ॥

গোপাল গোবিন্দ গিরিধারী ।
মুকুন্দ মাধব মধু-অরি ॥
রাখাল রাকেশ রসময় ।
রসিক রমণ রমাপ্রিয় ॥
নবীননীরদ নীলবপু ।
কেশব কেশিহা কংসরিপু ॥
শ্রীনন্দনন্দন নটবর ।
মদনমোহন মুরহর ॥
যাদবনন্দন যদুবর ।
পাতকিপাবন পাপ হর ॥

গোষ্ঠ ।

'শ্রী'কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে গোধন চরায় ।
'যো'গেন্দ্র হেরিতে গোষ্ঠ বায়ুবেগে ধায় ॥
'গে'ল গেল গেল ধরা ধূর্জ্জটীর ভরে ।
'ন'তশির দেবগণ ত্রিলোচনে হেরে ॥
'দ্র'বময়ী গতি বেগে কাঁপে ঘন ঘন ।
'না'রায়ণ রক্ষমাম্ বলে দেবী ঘন ॥
'থ'র থর কাঁপে দেবী চারিদিকে চায় ।
'কে'শব কেশব বলি ভোলানাথ ধায় ॥
'কৃ'ষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোলকবিহারী ।
'পা'হিমাম্ পাহিমাম্ বলে ত্রিপুরারী ॥
'ক'মল নয়নে হেরি দেব দিগম্বর ।
'র'ক্ষ রক্ষ রক্ষ বলি ধরিল সত্বর ॥
'প'ঞ্চমুখে কৃষ্ণ নাম বলে পঞ্চানন ।
'তি'তিল নয়ন জলে হেরি চন্দ্রানন ॥
'ত'মাল তরুর মূলে হরি সনে হর ।
'পা'শে রাজে বলরাম রূপ মনোহর ॥

'ব'লরাম সহ হেরি হর গোপীনাথ ।
'ন'য়ন সার্থক কর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ॥
'হ'রি হরি হরি হরি হরে শ্রীকেশব ।
'রি'পুভয় যমভয় পাপপুণ্য সব ॥
'দ'য়াল পরমানন্দ শ্রীনন্দনন্দন ।
'যা'য়না কখন ছেড়ে লইলে শরণ ॥
'ম'দনমোহন হরি শ্যাম বংশীধারী ।
'য'শোদানন্দন কৃষ্ণ ভবার্ণবে তরী ॥

রামকৃষ্ণ ।

'শ্রী'নাথ জানকীনাথ অভেদ আত্মায় ।
'জা'নকীজীবন নবদুর্ব্বাদল কায় ॥
'ন'াম যাঁর নিলে হয় সংসার মোচন ।
'কী'র্ত্তি যাঁর ব্যাপ্ত আছে এ তিন ভুবন ॥
'না'য়ক প্রধান কৃষ্ণ নবঘন শ্যাম ।
'থ'াকে থাকে শাখে পাখী গায় যাঁর নাম ॥
'কে'শব করুণাসিন্ধু জগতবান্ধব ।
'কৃ'পা কণা পেলে যাঁর সকলি সম্ভব ॥

'পা'তকিতারণ কৃষ্ণ রাম পাপহারী।
'ক'ভু দোঁহে ভিন্ন নয় তুঁহুই কাণ্ডারী ॥
'রু'চি অনুসারে জীব ভিন্নরূপে ভজে।
'হে'রে যদি জ্ঞাননেত্রে উভয়েতে মজে ॥
'প্র'মাণ পুরাণে আছে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
'ভু'বনমোহন দোঁহে দোঁহে বিশ্বময় ॥

শ্রীচৈতন্য।



'শ্রী'চৈতন্য মহাপ্রভু সুরধুনীকূলে।
'দী'প্তি করিতেছে যেন চন্দ্রমা ভূতলে ॥
'লু'কায়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীমতীর সাজে।
'রা'ধানাথ রাধা সহ একদেহে রাজে ॥
'য'মভয় দূরে যায় লইলে শরণ।
'কে'ন ভ্রান্ত হও মন ভাব শ্রীচরণ ॥
'কৃ'পাসিন্ধু দীনবন্ধু অনাথশরণ।
'পা'তকিতারণ নাথ বিপদবারণ ॥
'ক'মলনয়ন প্রভু কৃপাপ্রস্রবণ।
'র'ক্ষ দীনুরায়ে সদা শ্রীশচীনন্দন ॥

কংস বধ ।



'শ্রী'কৃষ্ণ চানুর সহ যুদ্ধে অগ্রসর ।
'ভৈ'রব মূরতি হেরি কাঁপে কংসচর ॥
'র'মণীমোহন কৃষ্ণে হেরে যত ধনী ।
'ব'সুদেব হেরে সুতে নয়নের মণি ॥
'চ'ঞ্চলা চঞ্চল পদে ছাড়ি কংসালয় ।
'ন'ভশিরে যদুবীরে করেন আশ্রয় ॥
'দ্র'ব হয়ে দেবকীর পয়োধর সুধা ।
'কে'শবের পানে ধায় নাহি মানে বাধা ॥
'কৃ'ষ্ণে রক্ষ বলি কান্দে দেবকনন্দিনী ।
'পা'র্ব্বতী মহেশ জায়া অসুরনাশিনী ॥
'ক'ংসাসুর হেরে কৃষ্ণে সাক্ষাৎ শমন ।
'র'ক্ষা নাই ভাবে মনে নিকট মরণ ॥
'ভ'গবানে রণে হেরে যত দেবগণ ।
'গ'গন হইতে করে পুষ্প বরিষণ ॥
'বা'সুদেব হস্তে হেরে চানুর বিনাশ ।
'ন'য়নে বহিল জল কংস পেল ত্রাস ॥

'গো'পগণে বধ কর বধ বলদেবে ।
'ল'হ অস্ত্র বধ শীঘ্র নন্দ বসুদেবে ॥
'ক'ংসের এতেক আজ্ঞা শুনিয়া শ্রীহরি ।
'বি'পুল বিক্রমে ধা'ন্ গজে যেন হরি ॥
'হা'হাকার ধ্বনি উঠে চৌদিকে সমর ।
'রী'তি নীতি নাহি রহে সভার ভিতর ॥
'প'ড়িল মরিল কংস দূর হৈল ভয় ।
'তি'তিয়া আনন্দনীরে বসুদেব কয় ॥
'ত'পোবনে মুনি ঋষি যাঁর ধ্যান করে ।
'পা'ষণ্ড নাশিতে জন্ম নিল মোর ঘরে ॥
'ব'লরাম সহ হেরে কৃষ্ণ নীলমণি ।
'ন'য়ন সফল কর শ্রীকৃষ্ণজননী ॥
'হ'রি বামে শোভে হের দক্ষিণে বলাই ।
'রি'পুকুল বিনাশিল মিলি দুই ভাই ॥
'দ'শন দামিনী জিনি চঞ্চল নয়ন ।
'যা'মিনীভূষণ জিনি অঙ্গের কিরণ ॥
'ম'রাল জিনিয়া গ্রীবা অধর অতুল ।
'য'ক্ষ রক্ষ সুরাসুরে নাহি সমতুল ॥

রুক্মিণীহরণ

'শ্রী'কৃষ্ণ দ্বারকা পুরে বিদর্ভে রুক্মিণী।
'হে'মাসনে বসি হরি ভাবে হেমাঙ্গিনী।
'ম'ন মধ্যে জাগে সদা ভীষ্মকনন্দিনী।
'কা'তর শ্রীহরি যেন মণি হারা ফণী ॥
'ন'ম্র ধীর স্থির মতি ভীষ্মকনন্দিনী।
'ত'প জপে রত সদা হৃদে চিন্তামণি ॥
'কে'শব ভাবনা বিনা অন্য চিন্তা নাই।
'কৃ'ষ্ণ দ্বেষী রুক্মী পথে দাঁড়াল বলাই ॥
'পা'মর দুর্জ্জন মূঢ় শিশুপাল করে।
'ক'রে ইচ্ছা সমর্পিতে ভগ্নী রুক্মিণীরে ॥
'র'মা অংশে অবতীর্ণা ভীষ্মক তনয়া।
'কৃ'ষ্ণ বিনা কার সাধ্য স্পর্শে তাঁর ছায়া ॥
'পা'রে কি স্পর্শিতে অজ সিংহের আহার।
'ম'ত্ত হলে মৃত্যু পথ করে পরিষ্কার ॥
'য'দুবরে আনিবারে বিদর্ভ নগরে।
'প'ত্র লিখি পাঠালেন রুক্মিণী সত্বরে ॥

'তি'তিয়া নয়ন নীরে লিখে পত্র খানি।
'ত'ব পদ জপি আমি দিবস রজনী ॥
'পা'বন পালন তুমি জীবনজীবন।
'ব'ল নাথ তোমা বিনা রবে কি জীবন ॥
'ন'ত শিরে মাগি ভিক্ষা তোমার চরণে।
'ব'লে মোরে হরে নিও স্বয়ম্বর দিনে ॥
'সু'ধামুখী পত্র নিয়ে বিপ্র শীঘ্রগতি।
'দে'খা দিল যথা শোভে পুরী দ্বারাবতী ॥
'ব'লে বিপ্র পড় পত্র চল গুণমণি।
'ত'ব পথ পানে চেয়ে আছে যে রুক্মিণী ॥
'ন'য়নের জলে ভাসে তব পদস্মরি।
'য'দুপতি পত্র পড়ি উঠে ত্বরা করি ॥
'ভ'য় পেয়ে রথ বেগে কাঁপে বিপ্রবর।
'গ'রুড় গর্জ্জনে ভীত হৈল চরাচর ॥
'বা'সুদেব উপনীত বিদর্ভ নগরে।
'ন'গরের লোক সুখী কৃষ্ণচন্দ্রে হেরে ॥
'হ'রিয়া বলেতে হরি বিদর্ভ কুমারী।
'রি'পু দর্প চূর্ণ করি চলে নিজ পুরী ॥

ক্রোধে কাঁপে থর থর রুক্মিণীর সহোদর
বলে কোথা যাবে গুণমণি।
কোথা যাবে গোপরাজ তিলেক না বাস লাজ
চুরি ক'রে আমার ভগিনী ॥
কৃষ্ণ অগ্রে দর্প করি নানাবিধ অস্ত্র ধরি
ক্রোধে বাণ এড়ে বহুতর।
রুক্মীরে হেরিয়া হরি শারঙ্গ ধনুক ধরি
বাণ ছাড়ে রুক্মীর উপর ॥
রুক্মীর ধনুক বাণ সব হৈল খান্ খান্
রথ ভাঙ্গি ভূমিতলে পড়ে।
লইতে রুক্মীর প্রাণ ভগবান নিল বাণ
ভয় পেয়ে রুক্মিণী সত্বরে ॥
বসি কৃষ্ণ পদমূলে ভাসি নয়নের জলে
বলে রক্ষ নাথ যদুবর।
ভিক্ষা মাগি করযোড়ে না মারহ সহোদরে
ক্ষমা কর দ্বারকা ঈশ্বর ॥
রুক্মিণী কাতরা হেরি ঈষৎ হাসিয়া হরি
ছেড়ে দিল মুড়াইয়া মাথা।
লজ্জা পেয়ে বীরবর আর নাহি গেল ঘর
প্রতিষ্ঠিল রাজ্য এক তথা ॥

রথবেগে আচম্বিতে রুক্মিণীর কর্ণ হৈতে
কুণ্ডল পড়িল নদীজলে ।
নদী হৈল পূণ্যতোয়া স্নানে হরি করে দয়া
কুণ্ডীল বলিয়া লোকে বলে ॥

রথ বেগে ধায় নিয়ে যদুরায়
রুক্মিণী সহিত রথে ।
দ্বারকানিবাসী গৃহ হৈতে আসি
দাঁড়াইল রাজপথে ॥
কুসুম চন্দন নিয়ে নারীগণ
উলুধ্বনি দেয় সবে ।
জয় জয় রব করে লোক সব
হেরে রুক্মিণী কেশবে ॥
রথ হৈতে নামি বসুদেবে নমি
প্রবেশিল নিজ পুরে ।
জননীর পায় নমে যদুরায়
দেবকী আশীষ করে ॥
বঁধূরে হেরিয়া আনন্দিত হৈয়া
গৃহে নিল সযতনে ।
বঁধূ পায় পড়ে তুলিয়ে তাঁহারে
চুম্বে শির ঘনে ঘনে ॥

হেমের কারণ রুক্মিণী হরণ
বর্ণিলাম শুন সবে।
হেমাঙ্গিনী বামে হেরে ঘনশ্যামে
দুঃখ দূর কবে হবে ॥

শিশুপাল বধ।



'শ্রী'কৃষ্ণ অগ্রজ সহ মথুরা ভবনে।
'শি'শুপাল জন্ম কথা শুনিলা শ্রবণে ॥
'ব'সুদেব আজ্ঞা নিয়ে চলেন শ্রীহরি।
'রা'ম সহ উপনীত চেদিরাজপুরী ॥
'ম'দনমোহন কোলে নিতে শিশুপালে।
'কে'শবের ক্রোড়ে চক্ষু লুকাইল ভালে ॥
'ক'রস্পর্শে দুই হস্ত খসে পড়ে যায়।
'র'ক্ষ কৃষ্ণ বলি বেগে শ্রুতশ্রবা ধায় ॥

'কৃ'ষ্ণ মোর বাপ শুন আমার বচন।
'পা'মর দুর্জ্জন হবে আমার নন্দন॥
'কৃ'ষ্ণদ্বেষী হবে সদা তোমাকে হিংসিবে
'পা'তকী নারকী সহ মিত্রতা করিবে॥
'ম'দমত্ত হবে নিত্য ধার্ম্মিকে নিন্দিবে।
'য'দুকুল বৈরী হবে অনিষ্ট করিবে॥
'ব'ল বাপ ক্ষমা তুমি করিবে তাহারে।
'সু'খী হব যদি কর নির্ভয় আমারে॥
'দে'বাসুর নাগ নরে কেবা হেন বাপ।
'ব'ল কার সাধ্য সহে তোমার প্রতাপ॥
'ত'পন শমন আদি যত দেবগণ।
'ন'তশিরে তব দয়া মাগে অনুক্ষণ॥
'য'দুপতি হেসে কন শুন পিসীমাতা।
'ভ'য় ত্যজ অকারণে না হও ব্যথিতা॥
'গ'মন করিব মাগো দেহ অনুমতি।
'বা'ক্য তব মনে রবে ত্যজ চিন্তা সতী॥
'ন'ন্দন তোমার হলে পাপী দুরাচার।
'হে'রিবে ক্ষমিব আমি শতদোষ তার॥
'হ'রিবাক্যে হল সুখী শিশুপালমাতা।
'রি'পুভয় দূরে গেল গেল মনোব্যথা॥

যুধিষ্ঠির মহাভাগ করে রাজসূয় যাগ
নিমন্ত্রিল সব নৃপগণে।
পৃথিবীর সব রাজা ইন্দ্র সম মহাতেজা
সবে এল যজ্ঞ দরশনে ॥
রাজসূয় পূর্ণ দেখি যুধিষ্ঠির হয়ে সুখী
জিজ্ঞাসিল শান্তনুকুমারে।
কহ পিতামহ মোরে অগ্রে অর্ঘ্য দিব কারে
কেবা শ্রেষ্ঠ ভুবন ভিতরে ॥
ধর্ম্মপুত্র বাণী শুনি কহে ভীষ্ম বীরমণি
শুন রাজা কহি তব স্থানে।
কৃষ্ণ অগ্রে অর্ঘ্য পায় নাহি কেহ এ ধরায়
অগ্রে পূজ দেবকীনন্দনে ॥
শুনি হর্ষে নৃপমণি পাদ্য অর্ঘ্য শীঘ্র আনি
পূজে কৃষ্ণে আনন্দিত মনে।
হেরিয়া কৃষ্ণের পূজা শিশুপাল মহাতেজা
উঠে গর্জ্জে কর্কশবচনে ॥

কহে শিশুপাল ধিক্ হে ভূপাল
যজ্ঞ তব হৈল বৃথা।
পূজিলে গোপালে কি ফল লভিলে
কেন সবে দিলে ব্যথা ॥

অপূজ্য গোপাল চরায় গো-পাল
গোপবাধা শিরে বয় ।
তুমি নরপতি চন্দ্রবংশ জ্যোতিঃ
তব পূজ্য কৃষ্ণ নয় ॥
মহাপাপী হয় কৃষ্ণ দুরাশয়
রমণী বধেছে ব্রজে ।
যত আছে পাপ করিয়াছে পাপ
মূঢ়জন তারে পূজে ॥
অনেক ভর্ৎসিল শ্রীকৃষ্ণ সহিল
শত দোষ ক্ষমা দিল ।
পিসীবাক্য স্মরি নীরব শ্রীহরি
প্রতিকার নাহি কৈল ॥
শত দোষ শেষ হেরি হৃষিকেশ
সুদর্শনে আজ্ঞা দিল ।
শিশুপাল শির কাটি যদুবীর
শিশুপালে মুক্ত কৈল ॥

শত্রুভাবে শিশুপাল ভাবি কৃষ্ণে চিরকাল
দিব্যগতি চরমে লভিল ।
ভক্তি ভাবে যেই জন ভজে সদা জনার্দ্দন
তাঁর ভাগ্য কি আর বলিব ॥

ত্রিগুণ অতীত হরি কভু নহে কার অরি
যেই ভাবে তাঁর বাধ্য হয় ।
বৃথা যাইতেছে কাল ভজ ভাই নন্দলাল
আসিতেছে নিদান সময় ॥
কালাকাল নাহি ভাব ভাব সদা শ্রীমাধব
শমন দমন নীলতনু ।
দূরে যাবে সব মোহ আনন্দে ত্যজিবে দেহ
দয়া যদি করে নন্দসূনু ॥

হরেন্দ্র কপাল দোষে না ভাবিয়ে হৃষীকেশে
বৃথাকাজে সময় কাটায় ।
হল হল দিন অন্ত নিকটে হেরে কৃতান্ত
একান্তে শরণ মাগে পায় ॥
সাধুগণ নিজগুণে স্থান লভে শ্রীচরণে
গৌরব ইহাতে কিবা হরি ।
পাপী হরেন্দ্রের মত উদ্ধারিলে শত শত
ধন্য ধন্য বলিব মুরারি ॥

